বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ অর্থবছর

ANNUAL REPORT | 2024

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ অর্থবছর

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	সভাপতির বাণী	০৫
	মুখবন্ধ	০৬-০৭
	সাংগঠনিক কাঠামো: সাধারণ পরিষদ (গঠন, কার্যাবলী), সংস্থার বিভিন্ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কার্যনির্বাহী পরিষদ (গঠন, কার্যাবলী)	০৮-০৯
	বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪	০৯
	বোর্ড অব ডিরেক্টরস্	১০
	সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট	১০
	অর্গানোগ্রাম	১১
প্রথম অধ্যায়	**সংস্থার পরিচিতি (Profile of SEBA)**	১২
	ভূমিকা, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য	১২
	পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা	১৩
	প্রতিষ্ঠানের বিভাগসমূহ	১৪
	অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আইনগত বৈধতা, সংস্থার নেটওয়ার্কিং পার্টনার	১৫
	সেবার কর্মএলাকা (জেলা সমূহ)	১৬
	প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক সীমা ও সদস্যর ব্যাপ্তি	১৭
	একনজরে সার্বিক তথ্য (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)	১৭
	চলমান কর্মসূচি	১৮
	ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৪	১৯-২০
	সহযোগি সংস্থাসমূহ (তহবিলের উৎস)	২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি	২২-২৪
তৃতীয় অধ্যায়	ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) কর্মসূচি	২৫-৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	গৃহায়ন কর্মসূচি	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি	৩৭
সপ্তম অধ্যায়	গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প	৩৮
অষ্টম অধ্যায়	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৯
নবম অধ্যায়	পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪০
দশম অধ্যায়	গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি	৪১
একাদশ অধ্যায়	**সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি:** (বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ,)	৪২-৪৪
দ্বাদশ অধ্যায়	**বিবিধ কর্মসূচি:** গবেষণা ও প্রকাশনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং, বার্ষিক বনভোজন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস ও বিএনএফ দিবস পালন পরিদর্শক (Visitor)	৪৫-৪৯
	ক্রেডিট রেটিং সামারী রিপোর্ট	৫০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	আর্থিক বিবরণী (অডিট রিপোর্ট জুন' ২০২৪)	৫১-৫৫
	উপসংহার ঃ	৫৬

ANNUAL REPORT

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ অর্থবছর

সংকলন ও সম্পাদনায়
এইচআরডি (প্রকাশনা বিভাগ), সেবা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
নির্বাহী পরিচালক

সহযোগিতায়
প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ।

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৪

প্রতিবেদনের সময়কাল
জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪

কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
পিএস-নির্বাহী পরিচালক

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
প্রধান কার্যালয়: সেবা টাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
ফোন নম্বর ঃ +৮৮০২৯৯৭৭-৫১৬০২, ৬২৯৮৮
ই-মেইলঃ seba.tangail@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.seba-bd.org

উৎসর্গ

সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর উদ্দেশ্যে,
যাঁরা প্রচন্ড দাবদাহ ও ঝড়-বৃষ্টি-বন্যাসহ নানাবিধ
প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান
উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ অর্থবছর

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	সভাপতির বাণী	০৫
	মুখবন্ধ	০৬-০৭
	সাংগঠনিক কাঠামো: সাধারণ পরিষদ (গঠন, কার্যাবলী), সংস্থার বিভিন্ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কার্যনির্বাহী পরিষদ (গঠন, কার্যাবলী)	০৮-০৯
	বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪	০৯
	বোর্ড অব ডিরেক্টরস্	১০
	সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট	১০
	অর্গানোগ্রাম	১১
প্রথম অধ্যায়	**সংস্থার পরিচিতি (Profile of SEBA)**	১২
	ভূমিকা, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য	১২
	পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা	১৩
	প্রতিষ্ঠানের বিভাগসমূহ	১৪
	অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আইনগত বৈধতা, সংস্থার নেটওয়ার্কিং পার্টনার	১৫
	সেবার কর্মএলাকা (জেলা সমূহ)	১৬
	প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক সীমা ও সদস্যর ব্যাপ্তি	১৭
	একনজরে সার্বিক তথ্য (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)	১৭
	চলমান কর্মসূচি	১৮
	ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৪	১৯-২০
	সহযোগি সংস্থাসমূহ (তহবিলের উৎস)	২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি	২২-২৪
তৃতীয় অধ্যায়	ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) কর্মসূচি	২৫-৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	গৃহায়ন কর্মসূচি	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি	৩৭
সপ্তম অধ্যায়	গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প	৩৮
অষ্টম অধ্যায়	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৯
নবম অধ্যায়	পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪০
দশম অধ্যায়	গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি	৪১
একাদশ অধ্যায়	**সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি:** (বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ,)	৪২-৪৪
দ্বাদশ অধ্যায়	**বিবিধ কর্মসূচি:** গবেষণা ও প্রকাশনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং, বার্ষিক বনভোজন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস ও বিএনএফ দিবস পালন পরিদর্শক (Visitor)	৪৫-৪৯
	ক্রেডিট রেটিং সামারী রিপোর্ট	৫০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	আর্থিক বিবরণী (অডিট রিপোর্ট জুন' ২০২৪)	৫১-৫৫
	উপসংহার ঃ	৫৬

সভাপতির বাণী

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) গত ২৬ বছর ধরে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজ দেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সেবা'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বর্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ পেতে যাচ্ছে, এজন্য আমি বরাবরের ন্যায় আনন্দিত এবং গর্বিত। দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সীমিত সামর্থে বিগত অর্থ বছরে আমরা যে সব কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পেরেছি, তা সংক্ষিপ্ত পরিষরে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হচ্ছে। উক্ত কর্মকান্ড পরিচালনায় বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী সেবা'র বোর্ড অব ডিরেক্টরস, টপ ম্যানেজমেন্ট এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে এবছর সেবা'র উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, এজন্য তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা গানে বলেছিলেন: ও জোনাক কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ। আঁধার সাঁজে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ। তুমি নওতো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই ব'লে কি কম আনন্দ। তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে, আপন আলো জ্বেলেছ। -জোনাক ছোট, কিন্তু তার জীবন সূর্য-চাঁদের মতোই সফল। কারণ, চাঁদ আর সূর্যের মতো জোনাকীও আলো জ্বালে। এবারও সেবা'র কর্মীবাহিনী তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। দেশের চালচিত্র বিগত বছরে ভালো ছিল না, সে কথা যদিও বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের অর্থনৈতিক সংকট দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে। করোনা মহামারি ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং তারপর দেশে দীর্ঘ সময়জুড়ে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ক্রমান্বয়ে পতন, রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে অধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রচন্ড দাবদাহের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সবকিছু মিলিয়ে এক বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। তারপরেও সেবা'র কর্মীবাহিনী তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে, যা শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়েই শেষ করা যায় না। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে, তাদের উদ্দেশ্যে শুধু বলতে চাই, আপনারা ধৈর্য্য ধরে মহান দায়িত্বগুলো পালন করুন, সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই এর প্রতিদান দেবেন, কারণ তিনি প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এবারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সুযোগকে উপলক্ষ করে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সকল শুভানুধ্যায়ী, সুশীল সমাজ, ব্যাংক, দাতা সংস্থা, সহযোগি সংস্থাসমূহের প্রতি, যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযেগিতায় সেবা এগিয়ে চলছে। আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই সেবা'র উপদেষ্টা মন্ডলী এবং সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতি, যাঁরা নীতি-নির্ধারণী ভূমিকা ও সার্বিক সহযোগিতা বরাবরের ন্যায় অব্যহত রেখেছেন। নিবেদিতপ্রাণ সকল কর্মীবাহিনীর নিরলস শ্রমের প্রতি সম্মান জানাই, যারা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে, মানুষকে জাগিয়ে তোলেন এবং তাদের উন্নয়নে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। আশা করি সেবা'র ভীত উত্তোরোত্তর আরও মজবুত হবে, সেবা আরও অনেক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে। সেবা'র জন্য সকলের নিকট দোয়া, আশির্বাদ ও শুভকামনা প্রত্যাশা করছি।

(তানভীর আহম্মেদ)
সভাপতি

মুখবন্ধ

মহান সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন-সেবা, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে, তা বিভিন্ন আঙ্গীকে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে সেবা'র ২০২৩-২৪ বর্ষিক প্রতিবেদনে, এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় সেবা ২৭ বছরে পদার্পণ করবে। সকলের সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করে, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সিমীত সামর্থে যেখানে যে সুযোগ এসেছে, কর্মীবাহীনিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মূলত সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে আমরা কাজ করে চলেছি ঠিকই, কিন্তু দেশের প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেক সময় আমাদেরকে হতাশ করে তোলে, কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি এবং থেমে থাকবো না, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এর চূড়ান্ত ফলাফলে দারিদ্র্যের হার কমে আসার যে তথ্য এসেছে, তা খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। সার্বিকভাবে দারিদ্র্য কিছুটা কমলেও মানুষের আয় বৈষম্য বেড়েছে অনেক। দেশে উন্নয়ন হচ্ছে, প্রতিবছর বাজেটের আকার বাড়ছে। কিন্তু সেই উন্নয়নের সুফল কতজন মানুষ পাচ্ছেন, সেটাও দেখার বিষয়। ২০২২ সালের শেষে এসে জিনি সহগ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ০.৪৯৮ পয়েন্ট। আর ১ পয়েন্ট বাড়লে, অর্থাৎ জিনি সহগ ০.৫০০ পয়েন্ট হলে উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হবে। এ দেশের অর্থনীতির চালচিত্রটা এমন যে, ধনীরা আরও ধনী হবে, গরিবেরা আরও গরীব হবে। উন্নয়নের এই মডেল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে, যতই উন্নয়ন হোক না কেন, তার সুফল মুষ্টিমেয় মানুষই পাবে। সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে যাবে বঞ্চিত।

আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় আয়োজন চলছে সেবা'র ২০২৪ এর ব্যবস্থাপক সম্মেলনের। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মসূচি ছিল "শৃঙ্খলা"। শুরুতেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যে ব্যবস্থাপকগণ উক্ত কর্মসূচির সার্বিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারবেন, তাদেরকে পুরস্কারের আওতায় আনা হবে। এবার নতুন আঙ্গীকে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। গুড, বেটার, বেষ্ট এই তিনটি ক্যাটাগরীতে শাখা ব্যবস্থাপকদের পুরস্কারের আওতায় আনা হচ্ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য 'উন্নয়নের অঙ্গীকার-দায় তার-দায়িত্ব যার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে "সমিতি ও কর্মী উন্নয়ন" কর্মসূচি ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। সমিতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং অন্যদিকে কর্মী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নের কান্ডারী হিসেবে সেবার কর্মীবাহিনীর মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে করে তাঁরা দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আরও যে সক্ষমতা দরকার, তা অর্জন করতে পারেন। কারণ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমস্যা অনেক। আমরা আমাদের সীমিত সামর্থকে সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সেবা সংস্থা দেশের প্রান্তিক মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশ কয়েকটি ঋণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। সেবা'র দুর্দান্ত কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ক্রমাগতভাবে এসব কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ ঘটছে। বর্তমানে সংস্থার শাখা অফিসের সংখ্যা ১৫৫টি, এরিয়া অফিস ৩১টি, যোন অফিস ০৬টি, জেলার সংখ্যা ১৭টি, উপজেলার সংখ্যা ১০৩টি, ইউনিয়ন ১০২৩টি, গ্রাম ৬০৯৯টি, সমিতি সংখ্যা ১১০০৪টি, সদস্য সংখ্যা ২৩৮৬০২ জন এবং ১৮৭৬৪৬ জন ঋণী সদস্য সাথে নিয়ে এবং ৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬/- টাকা ঋণস্থিতি নিয়ে সেবা কাজ করে চলেছে।

এবছরেও আমরা কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বিতরণ করেছি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর চেয়ে বর্তমানে আমরা আরও বেশি গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছি দেশের সবচাইতে বেশি কর্মসংস্থানের খাত কৃষিতে, এজন্য আমরা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত কৃষক সমাজ ও তাদের নতুন নতুন কৃষি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে যাচ্ছি। কৃষির সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের উদ্যোক্তা ঋণসেবা প্রদান করে যাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আমরা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানামুখি কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছি। সংস্থার শুরু, তথা ১৯৯৭ সাল থেকে গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে জনবান্ধব সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা, লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার এবং মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা দেয়ার পর বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করে আসছি।

সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হেলথ্ এডজ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক আমেরিকার সহায়তায় গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠি, বিশেষ করে যারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত এমন নারী-পুরুষ ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করার কাজ চলমান রয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় সেবা কর্তৃক প্রতিবছর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একাধিক বার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও কর্ম এলাকার সংগঠিত সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। রাস্তার পাশে বনায়ন, নার্সারী তৈরীতে উদ্বুদ্ধকরণ, এবং বৃক্ষ নিধনরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে আমরা নিয়োজিত আছি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা, এরিয়া ও যোন অফিস আঙ্গিনায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গৃহায়ন তহবিলের আওতায় আবাসন কর্মসূচিতে আমরা যথাসাধ্য ভুমিকা পালন করে আসছি। ২০১১ সাল হতে দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত স্বল্প আয়ের জনসাধারণের আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেবা'র কর্ম এলাকার আশ্রয়হীন, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের সদস্য যাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত ঘর নেই, তাদেরকে গৃহঋণের আওতায় এনে মজবুত ঘর নির্মাণে সহজশর্তে ঋণ বিতরণ করে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে যাচ্ছি।

দুঃস্থ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা, সর্বোপরি তাদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা সেবা'র সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্ন্তভূক্ত। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহৎ কর্মসূচি, উক্ত কর্মসূচিতে আমরা সক্রিয় ভুমিকা পালন করে আসছি। এই কর্মসূচির আওতায় দুঃস্থ্য মহিলাদের সামাজিক সচেতনতা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সঞ্চয় করে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণসহ ক্ষতিগ্রস্থ্যদের খুবই সহজ শর্তে উজ্জীবন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আয়বর্ধনমূলক কাজে যেমন; মৎস, পশু সম্পদ, হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি যন্ত্রপাতি, তাঁত শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা তৈরীতে ব্যাপকভাবে ঋণ বিতরণ করে তাঁদের স্বাবলম্বীতা অর্জনে সহায়তা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি-২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের মডেল হিসেবে সারাদেশে ৫টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এ দারিদ্র নিরসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেবা সংস্থা জামালপুর জেলাধীন মেলান্দহ উপজেলায় দেউলাবাড়ী গ্রামে "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় উক্ত গ্রামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, প্লাটফর্ম পাকাসহ টিউবওয়েল, রঙ্গিন টিনের পাকা ঘর, আয়বর্ধনমূলক কাজে ছাগল, গাভী, সেলাই মেশিন ও ভ্যান গাড়ি বিতরণ করা হয়েছে, এতে গ্রামের দরিদ্র মানুষ সরাসরি আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

প্রতিবছর অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে যাঁদের ভ্যান রিক্সা চালানোর সক্ষমতা আছে তাঁদের মঝে বিনামূল্যে ভ্যান রিক্সা বিতরণ করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সেবা কর্তৃক শীতকালে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়ে থাকে। সেবা কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় অস্বচ্ছল, অসহায়, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৫,০০০/- টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। যাহা তাদের শিক্ষাকাল পর্যন্ত চলমান থাকে।

সেবা'র সহযোগী সংস্থা, দাতা সংস্থা, উপদেষ্টা, সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা আরেকটি সফল বছর অতিক্রম করতে পেরেছি, এ জন্য তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের উন্নয়ন সহযোগি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বিশেষ করে এমআরএ, বিএনএফ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিভিন্ন ব্যাংক, লিজিং কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাঁরা অত্র প্রতিষ্ঠানকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও অর্থ সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমরা সবাই মিলে পরিস্থিতির আলোকে স্বাভাবিক সতঃস্ফূর্ততায় এবছর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই আমরা এগিয়ে গেছি ঝর্ণার গতিময়তায়, কখনো সাবলিল আবার কখনো একটু ছন্দপতন। কিন্তু কেউ কখনো দমে যায়নি। সেবা'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে সকল স্তরের কর্মীদের জানাই অকৃত্রিম ভালবাসা, যাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবল প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের একজন সহকর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করছি সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আমরা সৃষ্টি করবো সাফল্যের আরও নতুন নতুন উদাহরণ, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী পরিচালক

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(ক) সংস্থার বিভিন্ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুচারু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সেবা সংস্থার সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ বিভিন্ন পরামর্শ ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

(খ) সাধারণ পরিষদ (গঠন ও কার্যাবলী) ঃ

সকল সদস্য/সদস্যার সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। এ পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ এ পরিষদের কাজ। বছরে একবার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) বিধি মোতাবেক সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ০৭ জন নারী সদস্যসহ মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ রয়েছে।

সাধারণ পরিষদ

ক্র. নং	নাম	পদবী	ক্র. নং	নাম	পদবী
১.	তানভীর আহম্মেদ	সভাপতি	১৪.	প্রদীপ সরকার	সদস্য
২.	কাজী বাহালুল হক	সহ-সভাপতি	১৫.	ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল হক	সদস্য
৩.	মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন	সদস্য সচিব	১৬.	ছবি রানী দাস	সদস্য
৪.	হাছিনা আক্তার	কোষাধ্যক্ষ	১৭.	মৌসুমী রহমান	সদস্য
৫.	মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	কার্যনির্বাহী সদস্য	১৮.	এম. ডি শফিকুল ইসলাম	সদস্য
৬.	ফরিদা খান	কার্যনির্বাহী সদস্য	১৯.	খঃ নুর মোঃ সোলায়মান শাওন	সদস্য
৭.	রেহেনা আক্তার	কার্যনির্বাহী সদস্য	২০.	আবদুল হাই রেজা	সদস্য
৮.	সাহিদা আলম	সদস্য	২১.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান	সদস্য
৯.	কাজী হাবীবুর রহমান	সদস্য	২২.	রঞ্জন কুমার দে	সদস্য
১০.	রাজিয়া সুলতানা	সদস্য	২৩.	মোঃ কামাল হোসেন	সদস্য
১১.	খঃ আতিকুজ্জামান টুটুল	সদস্য	২৪.	মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক মিঞা	সদস্য
১২.	আজগর আহম্মেদ খান সেলিম	সদস্য	২৫.	মীর নূরুল আমীন	সদস্য
১৩.	এস.এম. জগলুল হায়দার সোহেল	সদস্য			

সেবা সংস্থার সাধারণ পরিষদ সদস্যদের একাংশ

কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী এ পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৩ বছর। সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যাস্ত। এ পরিষদ প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে দু'জন নারী সদস্যসহ মোট ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিব প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদ

তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

কাজী বাহালুল হক
সহ-সভাপতি

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব

হাছিনা আক্তার
কোষাধ্যক্ষ

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সদস্য

ফরিদা খান
সদস্য

রেহেনা আক্তার
সদস্য

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪ ঃ

এবছর মার্চ ২০২৪ মাসের ১৯ তারিখ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। সেবা'র নির্বাহী পরিষদের সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও পর্যালোচনার পর সাধারণ সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর চলতি অর্থবছর ও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেটসহ সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্বলিত খসড়া প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উপস্থাপিত বিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ নেন এবং চলতি অর্থবছরে সেবা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়নসহ আগামি অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন কামনা করে সকলেই দোয়া ও ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও ইফতার মাহফিল-২০২৪ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ঃ

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট টিমের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। নির্বাহী পরিচালকের তত্বাবধায়নে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মসূচি ও আর্থিক কার্যক্রম বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ পরিচালনা করে থাকেন। দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ দীর্ঘদিন যাবৎ স্ব-স্ব বিভাগের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক
পরিচালক প্রশাসন

মোঃ শাহীনুর ইসলাম
পরিচালক কার্যক্রম

মোঃ মনিরুল হক
পরিচালক অর্থ

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট

তাপস সরকার
উপ-পরিচালক (হিসাব)

মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ
সহকারি পরিচালক-এইচআরডি

DM এবং বিভাগীয় প্রধানগণ

মোঃ নবীন হাসান
ডিভিশনাল ম্যানেজার

মোঃ শাহজাহান
ডিভিশনাল ম্যানেজার

আব্দুল হামিদ ফকির
অডিট চীফ

মোঃ মোকাম্মেল হক খান
পাবলিকেশন চীফ

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
আইটি চীফ

Organogram of SEBA-2024

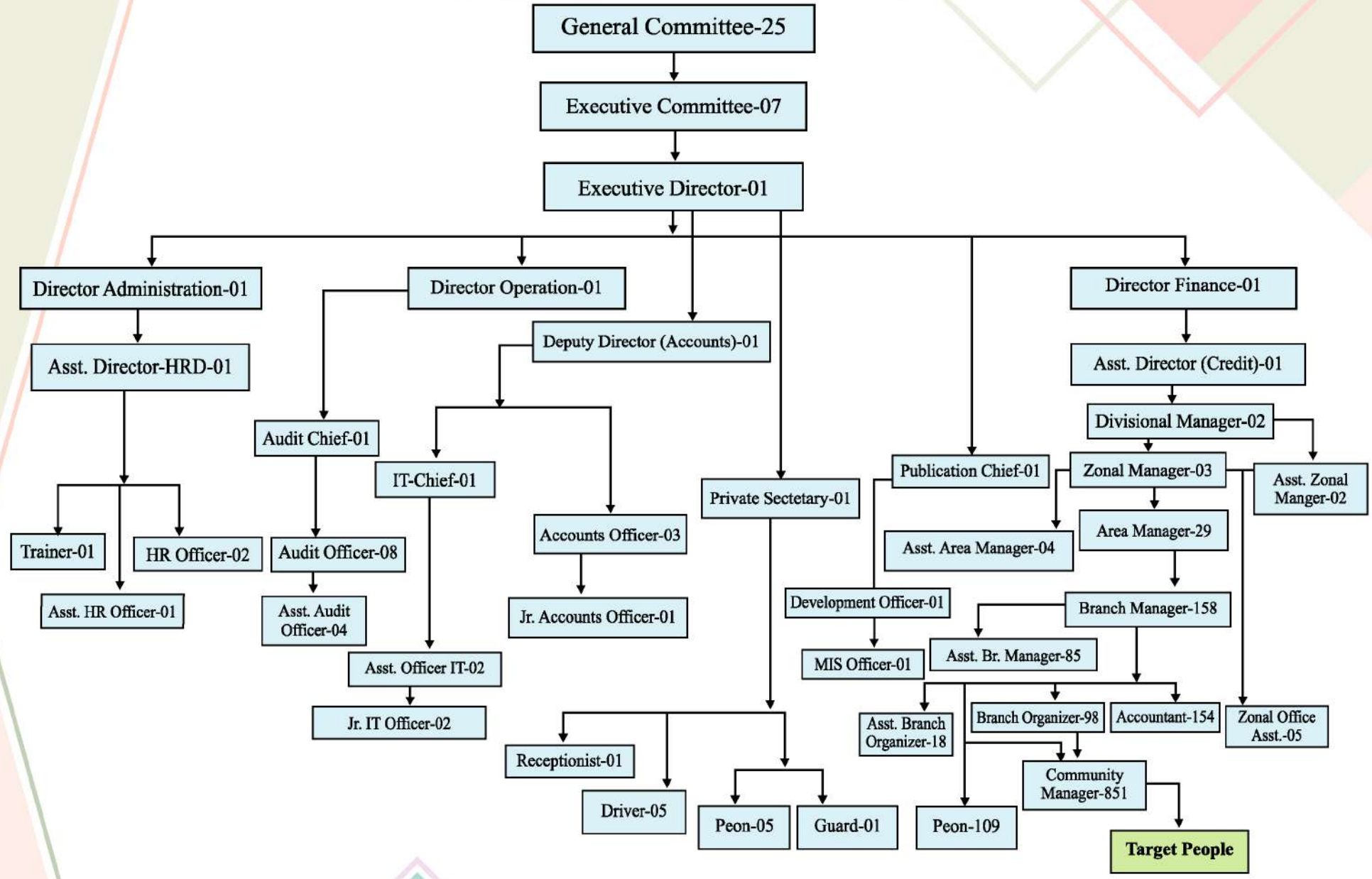

প্রথম অধ্যায়

সংস্থার পরিচিতি
(Profile of SEBA)

ভূমিকা ঃ

সেবা সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ সহায়তাকারী জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের শীর্ষ ২৫টি বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থার মধ্যে অন্যতম। উন্নয়ন পরিক্রমায় সেবা'র অগ্রযাত্রার ২৭ বছরে পদার্পণ সুদক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনীর অভূতপূর্ব সাফল্যেই অর্জন হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই কতিপয় সচেতন ও সৃজনশীল ব্যক্তির সম্মিলিত উদ্দ্যোগে "সেবা" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের জন্ম হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই "সেবা' সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তুলে, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উন্নয়ন ও জনবান্ধব বহুমুখী কর্মকান্ডে সেবা সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জনহিতকর কার্যক্রম, গবেষণা ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের পিছিয়েপড়া নারী-পুরুষ ও শিশুরা উপকৃত হচ্ছে। সংস্থা জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সুশাসনের ভিত্তিতে আদর্শ এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব নীতি, আদর্শ এবং মূল্যবোধকে সামনে রেখে ও জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে সেবা সংস্থা ১৫৫টি শাখায় উন্নিত হয়েছে, ১৭টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় ১০২৩টি ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা ৬০৯৯টি। বর্তমানে ২৩৮৬০২ জন সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্তি রয়েছে এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ১২৫৭৯ জন এবং মহিলা সদস্য: ২২৬০২৩ জন, ঋণী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৭৬৪৬ জন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে: ১২৯৯,১৮,৬৭,০০০/- টাকা। বছর শেষে ঋণস্থিতি (সার্ভিস চার্জ সহ) ৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬/- টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে: ২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪/- টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে: ১১৯,২০,৬৩,৪১৪/- টাকা, কর্মকর্তা-কর্মী সংখ্যা ১৫৮২ জন। OTR: ৯৭.৪৫%, CRR: ৯৯.১২%।

ভিশন ঃ দারিদ্র মুক্ত সুখি ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মিশন ঃ সমাজ থেকে দারিদ্রতার প্রভাবকে কমিয়ে আনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ও গণসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় পিছিয়েপড়া মানুষের মাঝে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কর্মী ও সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান।
- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ।
- শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- তাঁত শিল্প তথা তাঁতী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে পিছিয়েপড়া মানুষকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, রাসায়নিক সার বর্জন ও জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- শিক্ষার হার বাড়াতে ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীদের পূণরায় বিদ্যালয়গামীকরণ।
- সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- আবাসন সমস্যার সমাধান কল্পে গৃহহীন জনগোষ্ঠিকে গৃহ ঋণ প্রদান করা।
- দুঃস্থ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা

পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী ঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠানের জনসম্পদ পরিচালনা, দুর্নীতিমুক্ত এবং আইনের শাসনের প্রতি যথাযথ সম্মানের সাথে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করার পরিমাপ। সেবা সংস্থার সকল প্রকার কার্যক্রম যৌথভাবে সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ কার্য পরিচালনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিধি-বিধান অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করা হয়।

নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সদস্য সচিব পদাধিকার বলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সভাপতির পরামর্শ নিয়ে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী সভা আহ্বান করে থাকেন, সভা আহ্বানের সময়, সভার দিন, তারিখ ও আলোচ্য বিষয় নোটিশ জারীর মাধ্যমে সভা আহ্বান করে থাকেন। সভার কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও বিভিন্ন প্রকার দলিল দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষন করেন। সাধারণ পরিষদের ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় বিগত দিনের কর্মকান্ড ও হিসাবের প্রতিবেদন পেশ করেন। জরুরী প্রয়োজনে সদস্য সচিব যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি আন্তর্জাতিক, সরকারি, বে-সরকারি, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার সাথে আর্থিক লেনদেন, চুক্তি সম্পাদন ও ঋণ গ্রহণের জন্য দায়িত্ব পালন করেন, পাশাপাশি আর্থিক ও বিভিন্ন ধরণের সাহায্য/অনুদান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে উহা বাস্তবায়ন করে থাকেন। সর্বোপরি তিনি সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনা/বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের টপ ম্যানেজমেন্টকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

টপ ম্যানেজমেন্ট ঃ

টপ ম্যানেজমেন্ট সভায় সংস্থার বিদ্যমান সমস্যা, পরিচালনাগত ত্রুটি, বিভিন্ন প্রক্রিয়া, নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় কৌশলগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টপ ম্যানেজমেন্ট বা নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। টপ ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হন, প্রয়োজন সাপেক্ষে নির্বাহী পরিচালক তাঁদেরকে জরুরী সভায় তলব করেন।

কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

প্রতিমাসে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ করে থাকেন। কমিটি কর্তৃক গৃহীত কর্মকৌশল মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করে। প্রধান কার্যালয়ের টপ ম্যানেজমেন্ট লেভেলের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেবা সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

নিয়োগ বোর্ড ঃ

পরিচালক প্রশাসন নিয়োগ বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং অন্যান্য পরিচালক, এইচআরডি, পিআইডি, অডিট বিভাগ, একাউন্টস্ বিভাগ, ফাইন্যান্স বিভাগ ও আইটি বিভাগ-এর মনোনীত কর্মকর্তাগণ নিয়োগ বোর্ডের সদস্য। নির্বাহী পরিচালককে আহবায়ক করে পরিচালক প্রশাসনের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নিয়োগ কমিটি গঠিত আছে। প্রতিটি পদের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রার্থীগণ সেখান থেকে দেখে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী পদে আবেদন করতে পারে। সেবা'র প্রতিনিধিসহ গঠিত নিয়োগ কমিটি কর্তৃক যাচাই/বাছাই ও সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হন। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা কমিটি ঃ

সেবা'র নিরীক্ষা বা অডিট কমিটি হল সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার তদারকি, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে অডিট ফলাফল নির্ণয়কারী। নিরীক্ষা কমিটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এই কমিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম শাখা ও মাঠ পর্যায়ে ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য সব সময় নিয়োজিত থাকেন। নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অডিট ফাংশন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদকে সহায়তা করে। সেবা'র নিরীক্ষা কমিটি নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠিত। পরিচালক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণে একজন অডিট চীফ ১২ জন অডিট অফিসার নিয়ে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

স্টাফ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

উৎকর্ষের জন্য কর্মশক্তিকে একত্রিত করার মাধ্যমে উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা, মানব সম্পদ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতিমালা অনুযায়ী স্টাফদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, এসএসএফ, স্টাফ কল্যাণ তহবিল, স্টাফ ঋণ, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ঋণসহ স্টাফদের সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করা এবং নিয়োগ বদলী ছাটাই এই কমিটির অন্যতম কাজ। সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে স্টাফ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

ক্রয় কমিটি ঃ

ক্রয় পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সঠিক নিয়মগুলি নিশ্চিত করার জন্য ক্রয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা যখন প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হন এবং প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ, যাচাই এবং ক্রয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের মালামাল, প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি, মুদ্রণ ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পরিচালক (কার্যক্রম) কে আহবায়ক করে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটি গঠিত আছে। উক্ত কমিটি অনুমোদিত ক্রয় নীতিমালার আলোকে যথাযথভাবে কোটেশন সংগ্রহ করে সকল প্রকার পণ্য, স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পদ ও দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকেন।

MRA বিধিমালা পরিপালন কমিটি ঃ

এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুরেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর বিধিমালা-২০১০ এবং আইন-২০০৬ পরিপালনে দেশের এনজিওগুলো বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও এমআরএ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলার রেগুলেশন/বিধিমালা/নির্দেশনা ও প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিপালন করতে হয়। এসকল বিষয় বিবেচনায় সেবা সংস্থা কর্তৃক নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট এমআরএ বিধিমালা সংক্রন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি মাঠ পর্যায়ের এমআরএ বিধি-বিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই-যাচাই করে থাকেন এবং শুদ্ধাচার, মানিলন্ডারিং ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সভা করে থাকেন। এমআরএ বিধি-বিধানের কোন ব্যত্যয় ঘটলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সমূহ ও কার্যাবলী ঃ

সেবা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ০৭টি পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্ট/বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-এইচআরডি, পিআইডি, অডিট, একাউন্টস্, ফাইন্যান্স, আইটি ও পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র কার্যক্রম ও নীতিমালা রয়েছে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের একজন করে প্রধান ব্যক্তি তাঁদের স্ব-স্ব বিভাগীয় নিয়ম-নীতির মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন।

১. মানবসম্পদ বিভাগ (এইচআরডি) ঃ

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (প্রশাসন) এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। একজন সহকারি পরিচালকের মাধ্যমে সেবা'র মানব সম্পদ বিভাগ (এইচআরডি) কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা (বেনিফিট), নিরাপত্তা, সম্পর্ক উন্নয়ন, ছুটি, প্রেষণা, অব্যহতি, শাস্তি, কাজের মূল্যায়ন, বহিস্কার, পদাবনতী, পদোন্নতি ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও হয়রানি প্রতিরোধ এবং বৈষম্যমূলক অভিযোগ তদন্ত পূর্বক এইচআর বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

২. পিআইডি (প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টশন ডিপার্টমেনন্ট) ঃ

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (অর্থ) প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) পরিচালনা করেন। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা, বাজেট ও নিয়ম নীতি অনুযায়ী মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রামের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা এ বিভাগের মূল কাজ।

৩. অডিট ডিপার্টমেন্ট ঃ

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (কার্যক্রম) অডিট এন্ড মনিটরিং সেল পরিচালনা করেন। পরিকল্পনা ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী শাখা পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে কিনা অথবা নীতিমালা বহির্ভূত কোন কাজ করা হয়েছে কিনা তা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব।

৪. একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট ঃ

নির্বাহী পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপ-পরিচালক (হিসাব) এ বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এই বিভাগ এক্সটার্নাল অডিটসহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমুহ বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পাদন করা এই বিভাগের কাজ।

৫. ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ঃ

চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে এ বিভাগ অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমুহ বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী সম্পাদন ও শাখার সাথে আন্তঃ-লেনদেন এই বিভাগের কাজ। নির্বাহী পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট পরিচালিত হয়। উপ-পরিচালক (হিসাব) এ বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন।

৬. আইটি ডিপার্টমেন্ট ঃ

নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে এবং উপ-পরিচালক (হিসাব) ও উপ-পরিচালক (ঋণ) এঁর নিয়ন্ত্রণে একজন আইটি চীফ কর্তৃক এই ডিপার্টমেন্ট পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশন এর মাধ্যমে পরিচালনায় এই বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, এছাড়াও প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের আইটি সম্পর্কিত যে কোন সমস্যা সমাধান করা ও প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া এই বিভাগের মূল কাজ।

৭. পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট ঃ

প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার পাবলিকেশন, প্রিন্টিং সামগ্রী ও ফরম-ফরমেট তৈরী ও শাখায় প্রেরণ, শাখা জরিপ, অর্থ আত্মসাতের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনাসহ সকল প্রকার লজিষ্ট্রিক সাপোর্ট পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের তত্বাবধায়নে পাবলিকেশন চীফ দ্বারা এ বিভাগটি পরিচালিত হয়।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ

কর্ম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত সচেষ্ট জনসাধারণ সেবা সংস্থার অভীষ্ট জনগোষ্ঠি। ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সেবা পরিবারে তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে ২৩৮৬০২টি পরিবার অভীষ্ট জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সেবা'র অন্যতম মূল্যবোধ ঃ

সেবা'র প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মী দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ যে সকল মূল্যবোধ লালন ও পালন করে আসছে;

- সেবার উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন।
- সদস্য, সমিতি ও কর্মীর স্থায়িত্ব।
- আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, পরিশ্রম, পরিশুদ্ধতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা, অহিংসা, শৃজনশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমের মর্যাদা, সততা, শিষ্টাচার।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- টেকসই উন্নয়ন।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃংখলা।
- নৈতিক শিক্ষা।

সেবা'র অন্যতম ৭টি সংস্কৃতি ঃ

(১) শিখণ (Learning)
(২) শৃঙ্খলা (Discipline)
(৩) সময়ানুবর্তিতা (Time Framed)
(৪) যোগাযোগ (Communication)
(৫) সমিতি ভিত্তিক গুরুত্ব (Somity Wise Importency)
(৬) টেকসহিতা (Sustainability)
(৭) পুরস্কার (Reward)

আইনগত বৈধতা ঃ সেবা সংস্থার নিম্নলিখিত আইনগত বৈধতা রয়েছে;

- ❑ সমাজসেবা অধিদপ্তর: (রেজিষ্ট্রেশন নং- ট-১০৩৩, তারিখ: ১৬-০৬-১৯৯৮)
- ❑ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো: (রেজিষ্ট্রেশন নং-১৯৩১, তারিখ: ১১-০৫-২০০৪)
- ❑ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ): (সনদ নং-০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭, তারিখ: ১৫-০৬-২০০৮)

সংস্থার নেটওয়ার্কিং পার্টনার ঃ

১. ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)
২. ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
৩. ন্যাশনাল ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
৪. The Associated Country Women of the World (ACWW)
৫. EuropeAid PADOR: ID BD-2013-EQU-0206061370

সেবা সংস্থার বর্তমান কর্ম এলাকা

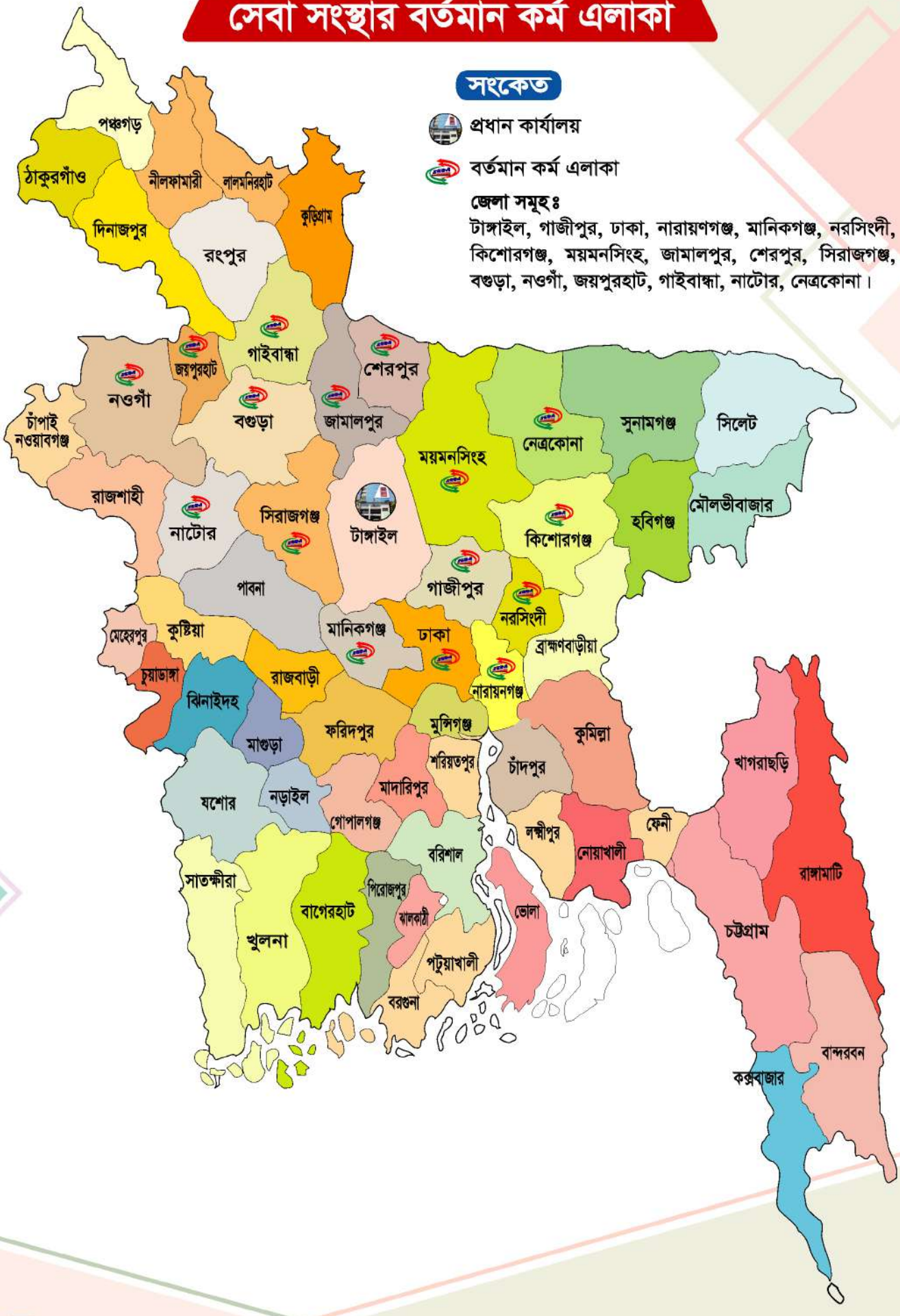

প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক সীমা ও সদস্যের ব্যাপ্তি ঃ

৩০ জুন ২০২৪ শেষে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মোট ১৫৫টি শাখার মাধ্যমে ১৫৮২ জন উন্নয়ন কর্মী দ্বারা ১৭টি জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। জেলার নাম যথাক্রমে; টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, নাটোর, নওগাঁ, নরসিংদী, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও নেত্রকোনা। জেলাগুলোর আওতায় ১০৩টি উপজেলা, ১০২৩টি ইউনিয়ন, ৬০৯৯টি গ্রাম এবং ১১০০৪টি সমিতিতে ২৩৮৬০২ জন সদস্য ও ১৮৭৬৪৬ জন ঋণী সদস্য রয়েছে।

এক নজরে কর্মএলাকার তথ্য (৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	গ্রাম/মহল্লা	শাখা অফিস	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা
১.	টাঙ্গাইল	১২	২০১	১০৬৯	৩৬	৬২৭১৫	৫২৯০৩
২.	ময়মনসিংহ	১০	১৬৪	৮২৯	২৫	২৭৩৪৬	২০৬৭৮
৩.	জামালপুর	০৭	৮২	৪৯৪	১৪	২৫২১৪	১২৩৪৭
৪.	শেরপুর	০৫	৩৮	২৩৮	০৬	৯১২৭	৬৭৯৮
৫.	কিশোরগঞ্জ	০৮	৬৯	৩৪৮	০৫	৯৮৩৮	৮৯১৫
৬.	গাজীপুর	০৭	৬২	৬৩০	১৫	২২১৩৪	১৮৬৯৭
৭.	মানিকগঞ্জ	০৭	৫১	৩২৭	০৭	১৪১৩২	১০৪৮৩
৮.	ঢাকা	১৬	১১২	৪৮২	১৫	২৩৯৪৮	১৯৬৩২
৯.	নারায়ণগঞ্জ	০১	০৩	১৯	০০	১১৪০	৮২৯
১০.	সিরাজগঞ্জ	০৭	৮৬	৪৯০	০৫	৯২৩৫	৮০৯৯
১১.	বগুড়া	১১	১০২	৮৮৫	১৮	২৬৬৫৪	২৩৪৬২
১২.	গাইবান্ধা	০২	০৬	৯৫	০১	১৪৫৫	১০২৪
১৩.	নাটোর	০১	০৩	১৮	০০	৯২০	৮১৪
১৪.	নওগাঁ	০৩	১৬	৮২	০১	১২৩০	৭৮৬
১৫.	নরসিংদী	০১	০৬	৪২	০১	১১২০	৭৮৫
১৬.	জয়পুরহাট	০২	০৭	২৬	০১	৫৬৫	১৬৪
১৭.	নেত্রকোনা	০৩	১৫	২৫	০৫	১৮২৯	১২৩০
	মোট:	**১০৩**	**১০২৩**	**৬০৯৯**	**১৫৫**	**২৩৮৬০২**	**১৮৭৬৪৬**

এক নজরে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সার্বিক তথ্য ঃ

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪
জেলা (সংখ্যা)	১৭	১৭
উপজেলা (সংখ্যা)	১০১	১০৩
ইউনিয়ন/পৌরসভা (সংখ্যা)	১০০৬	১০২৩
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড (সংখ্যা)	৫৯৭৪	৬০৯৯
শাখা (সংখ্যা)	১৫০	১৫৫
এরিয়া (সংখ্যা)	২৯	৩১
যোন (সংখ্যা)	০৬	০৬
স্টাফ (সংখ্যা)	১৫১১	১৫৮২
সমিতি (সংখ্যা)	১০৭৩৪	১১০০৪
সদস্য (সংখ্যা)	২৬৬৬৮৭	২৩৮৬০২
ঋণী সংখ্যা	১৯৮৬৬১	১৮৭৬৪৬
সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	২৪৩,৯০,৪৭,৮৩০.০০	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪.০০
ঋণস্থিতি (আসল)	৬১৩,৯৭,৪৬,৪৮৪.০০	৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭.০০
ঋণস্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	৬৯১,০৮,১০,০৫৪.০০	৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬.০০
উদ্বৃত্ত তহবিল	১০৮,১৪,১৪,৭১৫.০০	১১৯,২০,৬৩,৪১৪.০০

রেশিও এনালাইসিস ঃ

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪
Portfolio at Risk (PAR)	৪.৯২%	৭.৫৭%
ঋণ আদায় হার (OTR)	৯৮.৬৫%	৯৭.৪৫%
ঋণ আদায় হার ক্রমাগত (CRR)	৯৯.৪২%	৯৯.০১%
সদস্যর বিপরীতে ঋণীর হার	৭৪.৪৯%	৭৮.৬৪%
সঞ্চয়-ঋণস্থিতি অনুপাত (%)	৩৫.২৯%	৩৯.৯৮%
সঞ্চয় আদায় হার (%)	৭৪.৭৮%	৭৭.০৮%
শাখা-স্টাফ অনুপাত (%)	৯.৯২%	১০.২০%
কর্মী ও ঋণীর অনুপাত	১:২৬.১	১:২২০.৫
সঞ্চয় ও ঋণস্থিতি অনুপাত	১:৫.১	১:২.৫
শাখা প্রতি ঋণীর অনুপাত	১:১৩.২৪	১:১২১০
শাখা প্রতি সদস্য অনুপাত	১:১৭.৭৭	১:৫৩.৯৩
শাখা প্রতি সঞ্চয় অনুপাত	১:১৬.২৬	১:৫.২৮.১৮
সদস্য অনুপাতে সঞ্চয়	১:৯১.৪০	৮:১৩.০৬
সদস্য অনুপাতে ঋণস্থিতি	১:২৩.০২	১:৩.২৫.১০
শাখা প্রতি ঋণস্থিতি	৪.০৯ কোটি	৪.৭৩ কোটি
সার্ভিস চার্জ আদায়ের বিপরীতে বেতনের হার	৩২.০৮%	৩৫.৯৩%

ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য (৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪
১.	সঞ্চয় আদায়	৯৪৪,২৪,৯১,৩৩২.০০	২২৯,৮৯,৪৬,৬০০.০০
২.	সঞ্চয় ফেরত	৭০০,৩৪,৪৩,৫০২.০০	১৮০,৩৪,০০,১২৬.০০
৩.	সঞ্চয় স্থিতি	২৪৩,৯০,৪৭,৮৩০.০০	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪.০০
৪.	ঋণ বিতরণ (আসল)	৪৮৬৬,২৭,২৪,০০০.০০	১২৯৪,৬৪,২০,০০০.০০
৫.	ঋণ আদায় (আসল)	৪২৫২,২৯,৭৭,৫১৬.০০	১১৭৪,৬৮,৫৮,৯৮৭.০০
৬.	ঋণ স্থিতি (আসল)	৬১৩,৯৭,৪৬,৪৮৪.০০	৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭.০০
৭.	ঋণস্থিতি (সা: চার্জসহ)	৬৯১,০৮,১০,০৫৪.০০	৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬.০০
৮.	নিজস্ব মূলধন (সারপ্লাস)	১০৮,১১,৯৪,৭১৫.০০	১১৯,৩৩,৫৯,১৮৬.০০

চলমান কর্মসূচি ঃ

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি
২. মাইক্রো ফাইন্যান্স (ক্ষুদ্রঋণ) কর্মসূচি
৩. স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি
৪. পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি
৫. কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি
৬. গৃহায়ন কর্মসূচি
৭. ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি
৮. গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ কর্মসূচি
৯. গণচেতনতামূলক কর্মসূচি
১০. বিশেষ কর্মসূচি।

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৪

সেবা সংস্থা বিশ্বাস করে, ইতিবাচক স্থায়ী পরিবর্তনই টেকসই উন্নয়ন। ২০২৪-২৫ অর্থবছর প্রারম্ভে (৬ জুলাই-২০২৪) অত্যন্ত আরম্বড়পূর্ণভাবে সেবা'র ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থবছরের শুরুতেই সম্মেলনের ঘোষণা দিয়ে "শৃঙ্খলা" বিষয়ক কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল এবং ৯টি সূচকে ১৫টি কাজ চিহ্নিত করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সাময়িক কোনো পরিবর্তন নয় স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য বছর জুড়ে কাজ করা হয়েছে, এসব কারণেই বছরশেষে (৩০জুন-২৪) টেকসই উন্নয়নের কিছু আলামত ফুঁটে উঠেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাময়িক পরিবর্তন নয়, স্থায়ী পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য 'রূপান্তরের প্রকৃয়ায় নিশ্চিত করবো টেকসই উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে "সমিতি ও কর্মী উন্নয়ন" কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

উক্ত ব্যবস্থাপক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল শাখা ব্যবস্থাপকদের বাৎসরিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কার প্রদান। পাশাপাশি পরবর্তী বছরের জন্য সবাইকে উৎসাহ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এধরনের আয়োজনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন আঙ্গীকে এ ধরনের আয়োজন করা হত, তবে ব্যবস্থাপক সম্মেলন আয়োজন এবারের যে রূপরেখা তা এবারই প্রথম।

সেবা'র নতুন শাখা পুরস্কার আওতায় ছিল না, শুধু পুরাতন শাখাগুলোর মধ্যেই ৬০ শতাংশ শাখার ব্যবস্থাপক গুড, বেটার অথবা বেস্ট লেভেলের পুরস্কারের আওতায় আসতে পেরেছেন এবং এছাড়া যাঁরা পুরস্কারের আওতায় আসতে পারেননি তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ব্যবস্থাপক খুবই কাছাকাছি অবস্থানে ছিলেন, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। যে সুচকগুলো অর্জন করে তাঁরা পুরস্কারের আওতায় এসেছেন বা কাছাকাছি অবস্থানে এসেছেন, সেসব দিক বিচারে সেবা'র শাখাসমূহে সার্বিক শৃঙ্খলার উন্নয়ন হয়েছে বলে প্রতিয়মান যা টেকসই উন্নয়নেরই বার্তা বহন করে। সেবা বিশ্বাস করে শৃঙ্খলাতেই উন্নয়ন।

ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সেবা সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব তানভীর আহম্মেদ এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৪ এর ফটোগ্রাফস্

সহযোগি সংস্থাসমূহ (তহবিলের উৎস) ঃ

সেবা, উন্নয়ন কর্মকান্ড সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সার্বিক সহযোগিতা এবং সেবার নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। নিম্নে সেবা'র তহবিলের উৎস ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগি এবং ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন | হেলথ্ এডজ্ মেডিকেল কেয়ার | বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল)

ক্রম.	সহযোগি/পার্টনার সংস্থার নাম	ক্রম.	সহযোগি/পার্টনার সংস্থার নাম
১.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর	১৩.	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
২.	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	১৪.	এবি ব্যাংক পিএলসি
৩.	হেলথ্ এডজ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক-আমেরিকা	১৫.	ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি
৪.	বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল)	১৬.	যমুনা ব্যাংক পিএলসি
৫.	সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি	১৭.	সাউথবাংলা এগ্রি: এ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি
৬.	এনসিসি ব্যাংক পিএলসি	১৮.	এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
৭.	স্টান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি	১৯.	ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
৮.	মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি	২০.	লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড
৯.	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	২১.	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
১০.	প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি	২২.	আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
১১.	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি	২৩.	আইআইডিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
১২.	পূবালী ব্যাংক পিএলসি		

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

সুদক্ষ মানব সম্পদ সেবা'র প্রাণ এবং প্রধান চালিকা শক্তি। সেবা বিশ্বাস করে, সুষ্ঠুভাবে কর্মকান্ড পরিচালনায় দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনীর কোনো বিকল্প নেই। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ রবার্ট সোলোর গ্রোথ মডেলে বলা হয়েছে- "একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান তিনটি- টাকা, প্রযুক্তি ও জনবল। টাকা সংগ্রহ করা যায়। প্রযুক্তি কেনা যায় বা অন্যদের অনুকরণ করা যায়, কিন্তু জনবল সৃষ্টি করতে হয়, এটাই মূল উপাদান। যেসব প্রতিষ্ঠান দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং তাদেরকে কাজে লাগাতে পেরেছে, সেসব প্রতিষ্ঠানই ক্রমাগত উন্নয়ন করেছে।" এদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে এবং সেবা যতো উন্নত হবে, ততো বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে, এ বিশ্বাসকে সামনে রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ঃ

প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ, এছাড়াও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্টাফরা একজন ভালো দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীবাহিনী কার্য সম্পাদন বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং কার্যসম্পাদনের সর্বশেষ কৌশল অর্জন করতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ হলো কর্মীর সাফল্যের চাবিকাঠি। সেবা সংস্থা নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এমআরএ, বিএনএফ ও অন্যান্য সহযোগি সংস্থার মাধ্যমেও স্টাফদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করে থাকে।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন সেবা সংস্থার পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রম নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	মোট ব্যাচ	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১.	প্রি-সার্ভিস	সকল	০৭	১০৪২
২.	ফাউন্ডেশন ট্রেনিং	সকল	১৫	৬৭৬
৩.	লিডারশীপ এন্ড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট	সকল	০১	৩৯
৪.	কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট (সিএম)	চূড়ান্ত নিয়োগপ্রাপ্ত সিএম	০৬	২৬২
৫.	ইনক্রিজিং ইউর লিডারশীপ স্কিল (এবিএম)	এডভান্স এবিএম	০১	৩৪
৬.	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট স্ট্যাটেজি	বিএম, বিএম (ভারপ্রাপ্ত)	০২	৮৮
৭.	প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাটেজি	বিএম, বিএম (ভারপ্রাপ্ত)	০১	৪৩
৮.	মাইক্রো ফাইন্যান্স ডিরেকশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট	টপ ম্যানেজমেন্ট, জেড এম,এ এম	০১	৫৫
৯.	আইটি ট্রেনিং	--	০২	৮৩
	মোট ঃ		৩৬	২৩২২

ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পরিচালক প্রশাসন ট্রেনিং সেশন পরিচালনা করছেন

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা (Plan) ঃ

SL No.	Course Title	Participants Level	Duration	Course Quentity	Perticipants
1	Pre-Service Orientation (PSO)	For Recruiting	1	8	600
2	Foundation Training (FT)	New staff	5	10	400
3	Competence & Soff-Skills Development	New Permanent CM	2	7	315
4	Role & Functions of a Manager	Advanced ABM	2	2	70
5	IT-Accounts & Self Development	AC & BM	3	2	90
6	How to Improve Leadership & Managerial Skills	Advanced CM	2	2	90
7	How to Creating a Successfull Team with Improving Teamwork Process in Workplace	BM	2	4	180
8	TQM & Negotiation Technique for Conflict Management	AM & ZM	2	1	40
9	How to Improving Leadership & Problem Solving Skills by Improving Communication Skills	AM & ZM	2	1	40
10	How to Grow a Good Career by Improving Communication Skills	ABO, BO & AC	2	2	90
11	How to Become a Good Manager/Leader	BM & AC (New)	3	2	90
Total:				**41**	**2005**

ট্রেনিং সেন্টার ঃ আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

ঠিকানা	আবাসিক/অনাবাসিক	ধারণ ক্ষমতা	এসি/নন-এসি	ট্রেনিং উপকরণ
সেবা ট্রেনিং সেন্টার : সেবা টাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল	আবাসিক	৩০-১০০ জন	এসি	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, ক্লিপবোর্ড, পোষ্টার, ডাস্টার, ভিভিআইপি কার্ড, সাউন্ড সিস্টেম, নিজস্ব মডিউল, ল্যাপটপ, চেয়ার-টেবিল, মাল্টিমিডিয়া ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা, এসি, টেলিভিশন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।
সেবা ট্রেনিং সেন্টার : সেবা ভবন, সুপারি বাগান রোড, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল	আবাসিক	৩০-৬০ জন		

উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঃ

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বছর জুড়েই উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্যদের মৌলিক জীবন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ব্যবসা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, নেতৃত্বের বিকাশ ও সহজ হিসাব রাখা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও উপকারভোগীদের জীবনদক্ষতা ও আয়বর্ধনমূলক নানা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী তাদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। সংস্থা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২০২৬ জনকে মৎস্য চাষ, গবাদি পশু যেমন; ছাগল, ভেড়া, গরু, হাঁস, মুরগি পালন, রোগ প্রতিরোধ এবং বসত বাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক ট্রেনিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা, তাঁত শিল্প, দলগত উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ, কৃষি ও নার্সারী উন্নয়ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; যৌতুক, তালাক, বাল্য ও বহু বিবাহ রোধ, মা ও নবজাতক শিশুর যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উপকারভোগিরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সহজে গ্রহণ করতে পারছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার কারণে, তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে বিভিন্ন উপকরণ ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয় এবং তাদের কারিগরি সহায়তাসহ ঋণ প্রদান করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্যে অতি ছোট আকারের ঋণসেবা হলেও মূলত "ক্ষুদ্রঋণ" বলতে একটি দরিদ্রবান্ধব টেকসই আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রমকেই বোঝায়। বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক ব্যাংকিং খাতের ঋণস্থিতির প্রায় ৯ শতাংশ হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ খাতের ঋণস্থিতি, যার পরিমাণ হচ্ছে ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের কম বেশি প্রায় ৪ কোটি নিম্ন আয়ের মানুষ এই আর্থিক সেবা খাত থেকে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণ করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ ক্ষুদ্রঋণের সাথে জড়িত। বর্তমানে প্রায় ৮০০টির বেশি লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে। দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এনজিও-দের অভিভাবক হিসেবে ২০০৬ সালে সরকার কর্তৃক "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আনুষ্ঠানিক খাতে পরিণত করেছে। সুতরাং বাংলাদেশ সঙ্গত কারণেই এই দরিদ্রবান্ধব টেকসই কার্যক্রম উদ্ভাবনের পথিকৃৎ দেশ হিসেবে গর্ববোধ করতে পারে। বাংলাদেশের সম্পূর্ণ দেশজ এই ধারণা এখন বিশ্বব্যাপী একটি দরিদ্রবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থা সৃষ্টির আন্দোলনের সূচনা করেছে। জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক "ক্ষুদ্রঋণ" বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশকে এই দরিদ্রবান্ধব অর্থায়ন ব্যবস্থার সুতিকাগার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সেবা'র ভূমিকা ঃ সেবা সংস্থা বিগত ২৬ বছর যাবৎ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সেবা সংস্থার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী হলো হতদরিদ্র বা দরিদ্র মানুষ। দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেশের পিছিয়েপড়া এলাকা এবং পিছিয়েপড়া জনগণ অধ্যুষিত এলাকায় সাধারণত সেবা সংস্থা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সংস্থা কর্তৃক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ণ, হাঁস-মুরগি-গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গঠন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সঞ্চয় কার্যক্রম অন্যতম। ফলে কর্মএলাকায় বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে দেশের টপ-২৫ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেবা সংস্থা অন্যতম। সেবা সংস্থা ১৫৫টি শাখার মাধ্যমে ১৭টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২৩৮৬০২ জন গ্রামের দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবার সংস্থার পরিসেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এ ঋণ কার্যক্রমে দেশি-বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করে যাচ্ছে।

সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ সঞ্চয় কার্যক্রম মূলত সংগঠন তৈরীর ক্ষেত্রে কোন এলাকার অভিষ্ট জনগোষ্ঠির সমন্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নিয়ে সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির সদস্যগণ নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন এবং ঋণ সুবিধা লাভ করেন। সমিতির সদস্যগণ সমিতিতে অন্তভূক্তির পর থেকে নিয়মিতভাবে ১. বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, ২. স্বেচ্ছা সঞ্চয় এবং ৩. মেয়াদী সঞ্চয় জমা করে থাকেন। সদস্যগণের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর প্রতি বছর নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করা হয়। ফলে সদস্যগণ এক সময় বড় অংকের পুঁজির মালিক হন। তাছাড়া সদস্যগণ নিয়মানুযায়ী আপদকালীন সময়ে তাদের জমাকৃত সঞ্চয় হতে যে কোন সময় সঞ্চয়ের টাকা উঠাতে পারেন। সদস্যদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সম্পদ বৃদ্ধিসহ অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সঞ্চয় করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়, ৩০ জুন, ২০২৪ সংস্থার সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৯৩.৪৮ কোটি টাকা। নিম্নে ৩০ জুন, ২০২৪ ভিত্তিক সমিতি, সদস্য ও সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সমিতির ধরণ	সমিতি সংখ্যা (৩০ জুন, ২০২৪)	সদস্য সংখ্যা (৩০ জুন, ২০২৪)	সঞ্চয় স্থিতি (৩০ জুন, ২০২৪)
পুরুষ সমিতি	১০৮৩	১২৫৭৯	৩৩,২৬,৭৭,৩৫৬.০০
মহিলা সমিতি	১০৬১৯	২২৬০২৩	২৬০,১৯,১৫,৯৪৮.০০
মোট ঃ	১১০০৪টি	২৩৮৬০২	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪.০০

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংস্থার ঋণ ও সঞ্চয় বিষয়ক তথ্য ঃ

অর্থবছরে ঋণ বিতরণ: ১২৯৪,৬৪,২০,০০০.০০	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ: ৬১৬৫,৪৫,৯১,০০০.০০	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়: ৫৪৩১,৫২,৮৩,৫০৩.০০	ঋণ স্থিতি (আসল): ৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭.০০
অর্থবছরে সঞ্চয় আদায়: ২২৯,৮৯,৪৬,৬০০.০০	ক্রমপুঞ্জিভূত সঞ্চয় আদায়: ১১৭৪,১৪,৩৭,৯৩১.০০	ক্রমপুঞ্জিভুত সঞ্চয় ফেরত: ৮৮০,৬৮,৪৩,৬২৭.০০	সঞ্চয় স্থিতি: ২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪.০০

বিগত ৫ বছরের সদস্য সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বছর	প্রারম্ভিক সদস্য সংখ্যা	নতুন সদস্য ভর্তি	সদস্য বাতিল	সমাপনী সদস্য সংখ্যা
২০১৯-২০২০	১৫৭৪৪৯	৬৯৩১৬	৫৬৭৯৪	১৬৯৯৭১
২০২০-২০২১	১৬৯৯৭১	১০০৬২২	৭৬৪৪৩	১৯৪১৫০
২০২১-২০২২	১৯৪১৫০	১৫৯১৯৭	৯৩৭৩৩	২৫৯৬১৪
২০২২-২০২৩	২৫৯৬১৪	১১০৭০৯	১০৩৬৩৬	২৬৬৬৮৭
২০২৩-২০২৪	২৬৬৬৮৭	৯৮,০৯১	১২৬,১৭৬	২৩৮৬০২

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সঞ্চয় আদায়, ফেরত ও স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সঞ্চয়ের ধরণ	সঞ্চয়কারী (জন)	প্রারম্ভিক স্থিতি (৩০ জুন ২০২৩)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সঞ্চয় আদায়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সঞ্চয় ফেরত	৩০ জুন, ২০২৪ সমাপনী স্থিতি
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়	২৪৫৫৪৭	১৬৩,৭৩,০৩,৮২৩.০০	১১০,৮৮,৪২,০৯৭.০০	১০২,৯৬,৪৫,২৪৫.০০	১৭১,৬৫,০০,৬৭৫.০০
স্বেচ্ছা সঞ্চয়	২২৮৮৯৪	৩০,৩৭,৩৯,৬০১.০০	৬৫,৯৯,৭৬,৫৪৪.০০	৫৬,৭৬,০৯,৬৮১.০০	৩৯,৬১,০৬,৪৬৪.০০
নিরাপত্তা সঞ্চয়	২৪৪৫৫	৪৯,৮০,০৪,৪০৬.০০	২৮,৬৩,৮৮,২৬৩.০০	১৭,৭৫,৩৭,৬৮৯.০০	৬০,৬৮,৫৪,৯৮০.০০
মেয়াদী সঞ্চয়	৫৬৩	০.০০	২৪,৩৭,৩৯,৬৯৬.০০	২,৮৬,০৭,৫১১.০০	২১,৫১,৩২,১৮৫.০০
মোট ঃ	৪৯৯৪৫৯	২৪৩,৯০,৪৭,৮৩০.০০	২২৯,৮৯,৪৬,৬০০.০০	১৮০,৩৪,০০,১২৬.০০	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪.০০

ক্রমপুঞ্জিভুত সঞ্চয় আদায় ও ফেরতের তথ্য: ৩০ জুন ২০২৪ ভিত্তিক ঃ

বিবরণ	টাকার পরিমাণ
ক্রমপুঞ্জিভুত সঞ্চয় আদায় :	১১৭৪,১৪,৩৭,৯৩১.০০
ক্রমপুঞ্জিভুত সঞ্চয় ফেরত :	৮৮০,৬৮,৪৩,৬২৭.০০
স্থিতি :	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪.০০

বছর ভিত্তিক সঞ্চয়স্থিতি (পাঁচ বছরের)

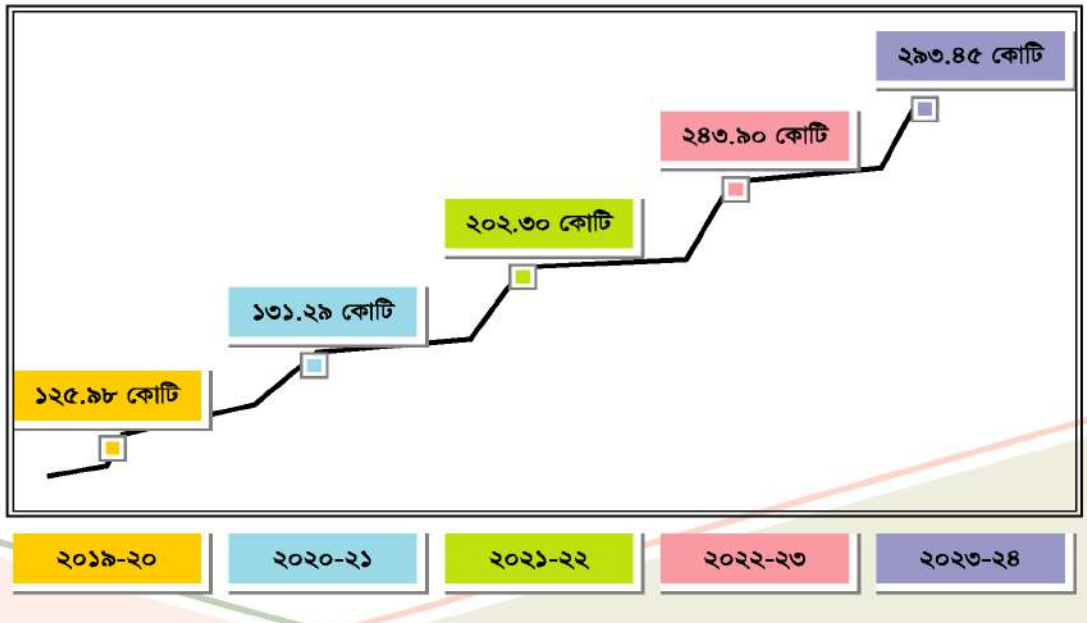

প্রতিষ্ঠানের চলমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বর্ণনা ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের দারিদ্র দূরীকরণের মৌলিক উপায় হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে পরিচিত। সেবা সংস্থা ১৯৯৮ সাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার দিক উন্মোচন করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেবা'র ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ (ক) অর্থনৈতিক সমতা বৃদ্ধি করা; (খ) সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ; (গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের উৎস ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; (ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তার বিকাশ; (চ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তাকরণ; (ছ) সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন তথা জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ। সেবা সংস্থা বর্তমানে ১৭টি জেলার আওতাধীন ১০৩টি উপজেলায় অসহায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেবা সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে থাকে: (১). মাইক্রো ক্রেডিট (MC), (২). মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ (ME). সেবা সংস্থা তার কর্মএলাকায় বিভিন্ন আয়বর্ধন ও উৎপাদনশীল এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ১০টি নির্ধারিত খাত রয়েছে যেমন: (১) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (২) তাঁত শিল্প, (৩) কৃষি, (৪) গবাদীপশু পালন, (৫) হাঁস-মুরগি পালন, (৬) মৎস চাষ, (৭) গৃহায়ন (৮) রিক্সা/ভ্যান ক্রয়, (৯) নলকূপ ও (১০) স্যানিটেশন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১০টি খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২৯৯,১৮,৬৭,০০০/- টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৬১৬৫,৪৫,৯১,০০০/- টাকা। বর্তমানে ঋণ কর্মসূচিতে সদস্য সংখ্যা ২৩৮৬০২ জন, ঋণী সংখ্যা ১৮৭৬৪৬ জন। ঋণ আদায়ের হার ৯৭.৪৫%।

সেবা গাজীপুর শাখার একজন গ্রাহকের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

সেবা গাবতলী শাখার মাঠকর্মী সমিতি হতে সঞ্চয়-কিস্তি আদায় করছেন

একনজরে ৩০ জুন, ২০২৪ ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির বিভিন্ন সূচক নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ঋণের ধরণ		২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ		২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঋণ আদায় (টাকা)	৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত স্থিতি (আসল)	
		ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত টাকা		ঋণী সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
ক্ষুদ্রঋণ (MC)	পুরুষ	৬৩৭৩	২৬,৯৫,৭০,২০০.০০	২৫,১৭,১১,৪৩৫.০০	৬১০৫	১৫,৫৩,৫৬,৪৮৮.০০
	মহিলা	১২১০৮৪	৫১২,১৮,৩৩,৮০০.০০	৪৭৮,২৫,১৭,২৬৬.০০	১১৫৯৯৮	২৯৫,১৭,৭৩,২৭৩.০০
	মোট	**১২৭৪৫৭**	**৫৩৯,১৪,০৪,০০০.০০**	**৫০৩,৪২,২৮,৭০১.০০**	**১২২১০৩**	**৩১০,৭১,২৯,৭৬১.০০**
উদ্যোক্তা ঋণ (ME)	পুরুষ	২০৫২	২২,৭৫,৭৬,৬৫০.০০	২৪,৪১,৬৫,৮১৫.০০	২০০২	১১,৭৮,৮৭,৫৩১.০০
	মহিলা	৩৮৯৮৫	৪৩২,৩৯,৫৬,৩৫০.০০	৪৬৩,৯১,৫০,৪৮৬.০০	৩৮০৩৭	২২৩,৯৮,৬৩,০৮৩.০০
	মোট	**৪১০৩৭**	**৪৫৫,১৫,৩৩,০০০.০০**	**৪৮৮,৩৩,১৬,৩০১.০০**	**৪০০৩৯**	**২৩৫,৭৭,৫০,৬১৪.০০**
বিশেষ মাসিক ঋণ (SML)	পুরুষ	৯২০	১৪,৯২,৮৬,৬৫০.০০	৯,০৮,৫০,১৩৫.০০	১২৭২	৯,২৩,৬৬,৩৬৫.০০
	মহিলা	১৭৪৮৩	২৮৩,৬৪,৪৬,৩৫০.০০	১৭২,৬১,৫২,৫৭৩.০০	২৪১৬৭	১৭৫,৪৯,৬০,৯৩২.০০
	মোট	**১৮৪০৩**	**২৯৮,৫৭,৩৩,০০০.০০**	**১৮১,৭০,০২,৭০৮.০০**	**২৫৪৩৯**	**১৮৪,৭৩,২৭,২৯৭.০০**
ক্ষুদ্রঋণ (RRS)	পুরুষ	০	০.০০	৩৪,৬৪০.০০	০	২,৬৫৭.০০
	মহিলা	০	০.০০	৬,৫৮,১৫৪.০০	১	৫০,৪৮৩.০০
	মোট	**০**	**০.০০**	**৬,৯২,৭৯৪.০০**	**১**	**৫৩,১৪০.০০**
গৃহঋণ (বাংলাদেশ ব্যাংক)	পুরুষ	৪	৮,৮৭,৫০০.০০	২,২৫,৭৩১.০০	১২	১৩,৫২,৩৩৪.০০
	মহিলা	৬৭	১,৬৮,৬২,৫০০.০০	৪২,৮৮,৮৮৯.০০	২৩০	২৫৬,৯৪,৩৫১.০০
	মোট	**৭১**	**১,৭৭,৫০,০০০.০০**	**৪৫,১৪,৬২০.০০**	**২৪২**	**২,৭০,৪৬,৬৮৫.০০**
উজ্জীবন ঋণ	পুরুষ	০	০.০০	৩,৫৫,১৮১.০০	০	০.০০
	মহিলা	০	০.০০	৬৭,৪৮,৪৩০.০০	০	০.০০
	মোট	**০**	**০.০০**	**৭১,০৩,৬১১.০০**	**০**	**০.০০**
সর্বমোট:	**পুরুষ**	**৯৩৪৮**	**৬৪,৭৩,২১,০০০.০০**	**৫৮,৭৩,৪২,৯৩৭.০০**	**৯৩৯১**	**৩৬,৬৯,৬৫,৩৭৫.০০**
	মহিলা	**১৭৭৬২০**	**১২২৯,৯০,৯৯,০০০.০০**	**১১১৫,৯৫,১৫,৭৯৮.০০**	**১৭৮৪৩৩**	**৬৯৭,২৩,৪২,১২২.০০**
	মোট	**১৮৬৯৬৮**	**১২৯৪,৬৪,২০,০০০.০০**	**১১৭৪,৬৮,৫৮,৭৩৫.০০**	**১৮৭৬৪৬**	**৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭.০০**

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

১. ক্ষুদ্র ব্যবসা (Small Business) ঃ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব আরো ব্যাপক। আমাদের দেশে আছে হাজার হাজার প্রকৃতির ক্ষুদ্র ব্যবসা। আমরা যদি চীন ও জাপানের মতো উন্নত দেশের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে যে সেদেশগুলোতে বৃহতায়তন ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং এর পিছনে কিন্তু রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসার অবস্থান। বিশ্বের সব উন্নত দেশের বড় ব্যবসা প্রসারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও উন্নয়ন ঘটছে ব্যাপকভাবে। তাই একথা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এলক্ষ্যে সেবা সংস্থা সহজশর্তে ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ৬০৭৯৬ জন সদস্যর মাঝে ৩৬৫,১৭,২৪,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা সোনাতলা শাখার একজন গ্রাহক ঋণ নিয়ে দোকান পরিচালনা করছেন।

২. তাঁত শিল্প (Weaving) ঃ

কুটির শিল্প হিসেবে হস্তচালিত তাঁত শিল্প বৃটিশ পূর্বকালে কেবল দেশেই নয় বর্হিবাণিজ্যেও বিশেষ স্থান দখল করেছিল। বংশ পরম্পরায় দক্ষতা অর্জনের মধ্যদিয়ে এ দেশে তাঁতীরা সৃষ্টি করেছিল এক অনন্য স্থান। কিন্তু বৃটিশ আমলে অসম করারোপ, তাঁত ব্যবহারের উপর আরোপিত নানা বিধি নিষেধ, বৃটিশ বস্ত্রের জন্য বাজার সৃষ্টির নানা অপকৌশলের কাছে তাঁতী সমাজ তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে তাঁত শিল্পে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। স্বাধীনতার পরও সে সংকটের তেমন কোন সুরাহ হয়নি। বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণে তাঁতীদের সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে নানা ধরণ, নানা রং, নানা ডিজাইনের কাপড়ের অবাধ প্রবেশের ফলে বাজার চলে গেছে সনাতনী তাঁতীদের প্রতিকূলে। তাই দেশের তাঁত শিল্পকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা সূচনালগ্ন থেকে এখাতে ঋণ বিতরণ করে যাচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তাঁত শিল্পে ৭১০১ জন সদস্যকে ৭০,০৪,২৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

তাঁত শিল্পে ঋণ নিয়ে সেবা পাথরাইল শাখার সদস্য জামদানী শাড়ি তৈরী করছেন

৩. কৃষি (Agriculture) ঃ

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। দেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যমতে, এটি মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে এবং দেশের জিডিপিতে এর অবদান ১৪.১০ শতাংশ। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষিতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে কৃষি এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হচ্ছে বলে কৃষি শিল্পে রূপ নিয়েছে। সেবা সংস্থা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৬১৭৮৫ জন সদস্যকে কৃষি কাজের সহায়তায় ৪৩৯,৮০,১০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা এলাসিন শাখা থেকে হামিদা বেগম ঋণ নিয়ে সবজি চাষ করেছেন, নিজস্ব সবজি ক্ষেত থেকে স্বামী-স্ত্রী মিলে সবজি সংগ্রহ করছেন।

৪. গবাদি পশু পালন (Cattle Rearing) ঃ

সেবা সংস্থা দেশের বেকার যুবক, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদেরক গবাদিপশু পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গবাদীপশু পালন খাতে ৭৮৪৩ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৭৯,০৩,২০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। গবাদী পশু পালনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে যথেষ্ট গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। কর্মএলাকার সদস্যরা অত্যন্ত সহজশর্তে এখাতে ঋণ নিয়ে গবাদীপশু পালন করে যাচ্ছে, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, দুগ্ধ খামার তৈরীসহ উন্নত জাতের গাভী পালন করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পারিবারগুলো আত্মনির্ভরশীল হয়েছে উঠেছে।

সেবা বাসাইল শাখার সদস্য আনোয়ারা বেগম গবাদীপশু পালন খাতে ঋণ নিয়ে গাভী পালন করছেন

৫. হাঁস-মুরগি পালন (Poultry Farming) ঃ

হাঁস-মুরগি পালন একটি লাভজনক এবং দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প। বাংলাদেশের সর্বত্র হাঁস-মুরগী পালন করা হয়। হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য। আজকাল বহু যুবক হাঁস-মুরগীর খামার করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। আমাদের আমিষের অভাব খুব বেশি। এই অভাব সুপরিকল্পিতভাবে হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে হাঁস-মুরগীর খামারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব। ফলে এই খাতকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩০৪০ জন সদস্যকে হাঁস-মুরগি পালনে ৮৫,৮০,১৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তীর ফলে দেশের বেকার যুবক, ভূমিহীন কৃষক এবং দুস্থ গ্রামীণ নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সেবা কাহালু শাখার সদস্য শাহানা আক্তার ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন করছেন

৬. মৎস্য চাষ (Fish Cultivation) ঃ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবহমানকাল থেকেই এদেশের মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ হয়ে আছে মাছ। আর এজন্যই বলা হয় "মাছে ভাতে বাঙালী। বিপুল জলসম্পদের এই দেশে অগনিত মানুষ মৎস্য আহরণ, চাষ ও বেচা-বিক্রসহ এ সংক্রান্ত নানা কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে প্রাণীজ আমিষের উত্তম উৎস হিসেবে মাছের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বৈদেশিক মুদ্রার্জনের পাশাপাশি মৎস্য চাষ করে অনেক বেকার যুবক স্বাবলম্বী হচ্ছে। যার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে সেবা সংস্থা মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। সেবা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মৎস চাষে ৯১৬৫ জন উদ্যোক্তাকে ৭৯,৯০,০৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

বিক্রির জন্য নিজস্ব পুকুর থেকে মাছ সংগ্রহ করছেন সেবা ময়মনসিংহ শাখা ঋণী সদস্য ফরিদা বেগম

৭. গৃহঋণ বিতরণ (Housing) ঃ

অপরিকল্পিত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসন সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আবাসন সমস্যা একটি বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে গৃহ নির্মাণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কাজেই সেবা তার সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গৃহ নির্মাণ খাতেও ঋণ বিতরণ করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা নিজস্ব তহবিল হতে ৫৩৮৪ জন সদস্যকে তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানে ৮০,২৮,১২,০০০/- টাকা গৃহঋণ বিতরণ করেছে।

সেবা ঘারিন্দা শাখার সদস্য মোছাঃ লাকী আক্তার গৃহঋণ নিয়ে ঘর নির্মাণ করেছেন

৮. রিক্সা/ভ্যান ক্রয়ে ঋণ সহায়তা (Rickshaw/Van) ঃ

গ্রাম ও উপশহর এলাকার দরিদ্র জনগণ যারা পুঁজির অভাবে নিজেরা রিক্সা/ভ্যান ক্রয় করতে পারে না তাদেরকে এই ঋণের আওতায় ঋণ বিতরণ করা হয়। গ্রাম এলাকায় উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য এখনো বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ রিক্সা/ভ্যান ব্যবহার করে থাকে। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান কম নয়। সেই উপলব্ধি থেকে সেবা দরিদ্র সদস্যদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিক্সা/ভ্যান ক্রয় খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। সেবা সংস্থা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৬২৯৬ জনকে রিক্সা/ভ্যান ক্রয়ের জন্য ৫১,১৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা মধুপুর শাখার ঋণী শফিকুল ইসলাম নিজস্ব ভ্যান গাড়ীতে মালামাল পরিবহন করছেন

৯. নলকূপ ঋণ (Tubewell) ঃ

বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য দুঃস্থ্য জনগোষ্ঠির মাঝে নলকূপ ঋণ বিতরণ করা হয়। পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি অংশ। মানুষের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বত্রই নিরাপদ পানির অভাব রয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ-বালাই লেগেই রয়েছে, এতে করে দেশে প্রতিবছর পানি বাহিত বিভিন্ন রোগে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। তাই সর্বত্র নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সেবা সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগীদের নলকূপ স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে থাকে। নিরাপদ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপনের জন্য সেবা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১০৫৬৮ জন সদস্যকে ২৬,৩৯,০৮,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপনের জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়।

১০. স্যানিটেশন ঋণ (Sanitation) ঃ

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার সহায়ক হলো স্যানিটেশন। তবে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। অনুন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয়। তবে বর্তমানে দেশের এনজিওগুলো নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অত্র সংস্থা সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্যানিটেশন খাতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেবা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি ও উদ্দুদ্ধকরণসহ ৪৯৯০ জন সদস্যকে ২১,৬৩,৪৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

গ্রাহকদের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়

একনজরে ১০টি খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রম নং	ঋণ বিতরণের খাত	২০২২-২০২৩ অর্থবছর			২০২৩-২০২৪ অর্থবছর		
		ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ (টাকা)	স্থিতি (আসল)	ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ (টাকা)	স্থিতি (আসল)
১.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৪৮২১৩	২৯৪,১৭,১২,০০০/-	১৫০,১২,৪৯,৭৬৪/-	৪৬১২০	৩৬৫,১৭,২৪,০০০/-	১৯৬,১০,১২,২২৬/-
২.	তাঁত শিল্প	৯৯২০	৬১,৩৩,২০,০০০/-	৩৪,৬০,২৩,৭২২/-	৮৭১১	৭০,০৪,২৬,০০০/-	৩৫,৫৪,৮০,৩১০/-
৩.	কৃষি	৭১৫৩২	৩৮৫,২২,৪৭,০০০/-	২০০,৭১,২৩,৪৯৬/-	৬৮৬১৮	৪৩৯,৮০,১০,০০০/-	২৫২,৭২,১৫,৬৯২/-
৪.	গবাদী পশু পালন	১১০২১	৭৮,১০,২২,০০০/-	৩৯,৬২,৩০,৭৪৫/-	১০৩২২	৭৯,০৩,২০,০০০/-	৪১,৭০,১৯,৫৩৪/-
৫.	হাঁস-মুরগি পালন	১২০৪৪	৮৫,০২,১১,০০০/-	৩৮,৯৮,২৪,২৬০/-	১১৭১৫	৮৫,৮০,১৭,০০০/-	৪২,০১,১২,৬৭৮/-
৬.	মৎস চাষ	১২১২৬	৭৮,৮৪,১২,০০০/-	৫০,১৬,৫০,৭৮২/-	১১১৯০	৭৯,৯০,০৫,০০০/-	৫২,৮৮,২৫,৩১৪/-
৭.	গৃহায়ন	৯৩০৪	৭৯,২৩,২৪,০০০/-	৪০,০৮,১২,৫৫৪/-	৮৬৪০	৮০,২৮,১২,০০০/-	৪২,৩৫,১১,৬১০/-
৮.	রিকসা/ভ্যান ক্রয়	৮৮১০	৫০,২২,৮০,০০০/-	২৪,৮০,৭২,৩১১/-	৭৯৯৬	৫১,১৩,০০,০০০/-	২৬,১২,১৭,২২২/-
৯.	নলকূপ	৮৮২৩	২৫,১৭,২৯,০০০/-	২০,২৫,১৭,৬৬৬/-	৭৮৩২	২৬,৩৯,০৮,০০০/-	২৪,৬০,১২,৬২৩/-
১০.	স্যানিটেশন	৬৮৬৮	১৯,৮০,৬১,০০০/-	১৪,৬২,৪১,১৮৪/-	৬৫০২	২১,৬৩,৪৫,০০০/-	১৯,৮৯,০০,৫৩৯/-
	মোট ঃ	১৯৮৬৬১	১১৫৭,১৩,১৮,০০০/-	৬১৩,৯৭,৪৬,৪৮৪/-	১৮৭৬৪৬	১২৯৯,১৮,৬৭,০০০/-	৭৩৩,৯৩,০৭,৭৪৮/-

সদস্য কল্যাণ তহবিল ঃ

দারিদ্রমুক্ত সুখি সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করাই হচ্ছে সেবা'র মূল লক্ষ্য। তারই ধারাবাহিকতায় সেবা তার সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকে। কিন্তু সদস্য অথবা পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে এই ঋণ যাতে পরিবারের বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সেবা ঋণবীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ঋণের মেয়াদকালীন সময়ে কোন সদস্য বা তার ১ম জামিনদাতার মৃত্যুজনিত কারণে গ্রহণকৃত ঋণ যাতে পরিবারের বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সেবা সদস্য কল্যাণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ঋণবীমা খাতে ২৯৪৭ জনকে ৯,৪৯,০৮,৪৮৬/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

সেবা সংস্থা কাহালু শাখা, বগুড়ার সদস্য মালা বেগম এর স্বামীর মৃত্যুতে মালা বেগম ও তার ছেলেকে সদস্য কল্যাণ তহবিলের টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে।

কেইস স্ট্যাডি

সেবা সংস্থার সহযোগিতায় হামিদা বেগম আজ আধুনিক কৃষি উদ্যোক্তা

সদস্য পরিচিতি

নাম : হামিদা বেগম
স্বামী : আমিরুল ইসলাম
গ্রাম : মাইঠাইন
উপজেলা : দেলদুয়ার
সদস্য নং : ০৪৬-০২৭-০৭০
সন্তান সংখ্যা: ১ ছেলে ও ১ মেয়ে

আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে হামিদা বেগমের বিয়ে হয় একই গ্রামের আমিরুল ইসলামের সাথে। স্বামী ছিল দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অভাব বিরাজমান ছিল সর্বত্র, বেশিদুর লেখাপড়া করতে পারেনি। তাই হামিদা বেগমের স্বামী ঢাকায় কন্সট্রাকশন কোম্পানীতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কাজ করতে চলে যান, ঢাকায় কাজ করে মাসিক আয় হতো মাত্র ৫,০০০/- টাকা। উক্ত টাকায় ঢাকায় থেকে নিজের ও গ্রামের সংসার চালাতে খুব কষ্ট হতো। ইতিমধ্যে সংসারে নতুন অতিথি প্রথম সন্তান পৃথিবীতে আসে। বর্তমানে হামিদা বেগমের ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। সংসারের খরচ আরো বেড়ে যায়। তখন স্বল্প আয়ে আর সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। শ্বশুড়ের সাথে পরামর্শ করে নিজ গ্রামে চলে এসে কৃষি কাজ শুরু করেন আমিরুল।

হামিদা বেগম ও তার স্বামী মিলে কৃষি জমি চাষ করে সংসার কোন রকমে চালাতে শুরু করেন, তাও আবার এক ফসলি জমি। জমি থেকে যা আয় আসে তা দিয়ে সংসার চলে না। পরবর্তীতে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে সবজি চাষ সম্ভব হচ্ছিল না। এমন সময় সেবা এলাসিন শাখার কর্মকর্তাদের সাথে হামিদা বেগমের পরিচয় হয়। ২০২১ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে সেবা সংস্থা এলাসিন শাখা হতে হামিদা বেগমকে সবজি চাষের জন্য ৫০,০০০/- ঋণ প্রদান করা হয়। টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে প্রথমে মিষ্টি কুমড়া ও করল্লা চাষ শুরু করেন। এতে ভাল সফলতা আসে। তাদের উৎসাহ বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে আবার ৬০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই টাকায় বারো মাস সবজি চাষ করতে থাকেন। সবজি চাষে তাদের সফলতা আসতে থাকে, আশপাশের এলাকায় সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় কৃষি উদ্যোক্তা হিসাবে হামিদার নাম-ডাক শুরু হয়।

সবজি বাগানে হামিদা বেগম ও তার স্বামী মিলে সবজি সংগ্রহ করছেন

হামিদা বেগম ও তার স্বামী তাদের সবজি বাগান থেকে মিস্টি কুমড়া সংগ্রহ করছে।

এরপর তিনি সেবা সংস্থা থেকে কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন।

হামিদা বেগম এখন সবজি চাষে প্রশিক্ষক হিসাবে কৃষকদের প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকে। বর্তমানে হামিদা বেগম স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী, স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপন করছেন। ভবিষ্যতে তাদের সবজি চাষের ব্যপকতা বৃদ্ধি করতে চান, এজন্য সেবা সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন এবং সেবা সংস্থাকে তার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

উজ্জীবন/প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) শিল্পখাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণের পক্ষে গৃহীত ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য দায়-দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ফলে এসকল ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষতিগ্রস্থ তৃণমূল জনগোষ্ঠি বিশেষ করে ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণোদনার ঘোষণা করা হয়। উক্ত জনগোষ্ঠিকে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের মাধ্যমে প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা হয় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে এনজিওদের প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে এমআরএ'র সনদ পাওয়া এনজিও গুলোর ঋণ পাওয়ার সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করা হয়।

উজ্জীবন ঋণী রোকেয়া বেগমের স্বামী মনোহারী দোকান পরিচালনা করছেন

ক্ষতিগ্রস্তদের ঘুড়ে দাঁড়ানোর জন্য সেবা সংস্থা উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি হতে ৩০.০০ কোটি টাকা গ্রহণ করে কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্থ ৭১৯৭ জন নিম্ন আয়ের পেশাজীবি এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে বিতরণ করে। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে এপর্যন্ত ৬.০০ (ছয়) কোটি টাকা উজ্জীবন ঋণ অনুমোদন হয়েছে, তন্মধ্যে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে ৪.০০ (চার) কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে ৮৪ জনের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে, ১.০০ (এক) কোটি টাকা বিতরণ চলমান রয়েছে। উক্ত ঋণের টাকা কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে বিতরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানেও বিতরণ চলমান রয়েছে।

সেবা এলেঙ্গা শাখা সদস্য সানোয়ার হোসেন উজ্জীবন ঋণ নিয়ে পোলট্রি ফিড ও পোলট্রি মেডিসিনের ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

‘উন্নয়নের অঙ্গীকার, দায় তাঁর-দায়িত্ব যাঁর’

২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মসূচি

“সমিতি ও কর্মী উন্নয়ন”

প্রতি বছর বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা সংস্থা সাফল্য অর্জন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘উন্নয়নের অঙ্গীকার, দায় তাঁর-দায়িত্ব যাঁর’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য “সমিতি ও কর্মী উন্নয়ন” কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেবা’র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মসূচি ছিল ‘শৃঙ্খলা’। পাঁচটি বিষয়ের বিশৃঙ্খলা দূর করে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ছিল উক্ত কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এতে শৃঙ্খলার যে বীজ রোপিত হয়েছে, এর ফল প্রতিষ্ঠান আজীবন পাবে বলে আশা করা যায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন হলে, সেবা’র ভিত্তি আরও মজবুত হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

সমিতি ও কর্মী উন্নয়ন ঃ সেবা’র অন্যতম ৭টি সংস্কৃতির মধ্যে ৫নং সংস্কৃতি “সমিতিভিত্তিক গুরুত্ব” একারণে সুচনালগ্ন থেকে সেবাতে সমিতির উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব রয়েছে। অন্যদিকে, কর্মী উন্নয়নকেও এবারের কর্মসূচিতে ফোকাস করা হয়েছে। কর্মী উন্নয়ন মানে কর্মীবাহিনীর ফিজিক্যাল, মেন্টাল এবং ইমোশনাল গ্রোথের মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়ন, যাতে তারা আরও উন্নতমানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে পারেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করে জীবনে সুখি হতে পারেন।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মসূচি ও বাজেট ঘোষণা ঃ

বিএম সম্মেলন-২০২৪ অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের “কর্মসূচি ও বাজেট” ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রধানের নিকট ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ও কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। নিম্নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যে সকল সংখ্যাগত ও অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বিবরণ	২০২৩-২৪ অবস্থান/স্থিতি	২০২৩-২৪ অর্থবছরের টার্গেট	এক বছরে সম্ভাব্য অর্জন/বৃদ্ধি
সদস্য	২৩৮৬০২	৩০০৩৫৫	+ ৬১৭৫৩
ঋণী	১৮৭৬৪৬	২২৮৬৯১	+ ৪১০৪৫
ঋণ বিতরণ	১২৯৪ কোটি	১৫৫১ কোটি	+ ২৫৭ কোটি
ঋণস্থিতি	৮৩০ কোটি	১০০৫ কোটি	+ ১৭৫ কোটি
সঞ্চয় আদায়	১৯৫ কোটি	২৪৪.৭২ কোটি	+ ৪৯.৭২ কোটি
সঞ্চয় স্থিতি	২৯৩.৪৫ কোটি	৩৩২.৪৫ কোটি	+ ৩৯ কোটি
ক্যাপিটাল ফান্ড	১১৯.২০ কোটি	১৪৭.০৬ কোটি	+ ২৭.৮৬ কোটি
সম্ভাব্য ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি	৭৮.৯৬ কোটি	-	-
মোট শাখা	১৫৫	১৭৫	+ ২০
জেলা বৃদ্ধি	১৭	১৮	+ ০১
উপজেলা বৃদ্ধি	১০৩	১০৫	+ ০২
ইউনিয়ন/পৌরসভা	১০২৩	১০৫০	+ ২৭
গ্রাম/মহল্লা	৬০৯৯	৬৫৯৯	+ ৫০০
সমিতি সংখ্যা বৃদ্ধি	১১০০৪	১২৪২২	+ ১৪১৮

চতুর্থ অধ্যায়

গৃহায়ন কর্মসূচি
(বাংলাদেশ ব্যাংক, গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত)

যাদের 'ভিটে আছে ঘর নেই' এমন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী পরিবারকে বসতঘর তৈরির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'গৃহায়ন তহবিল' গঠন করেন। সমাজের দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠী, নদী ভাঙনের শিকার জনগণ ও স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীদের জন্য বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকেই 'গৃহায়ন তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়। গতানুগতিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ঋণের বিপরীতে যে জামানত প্রদান করতে হয়, তা প্রদানের সক্ষমতা দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর নেই। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই প্রধানমন্ত্রী গৃহায়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। তহবিলটি (গৃহায়ন) গঠনের পর এ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় এর ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৪৫২টি এনজিও'র মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা সংস্থা ২০১১ সাল হতে অত্যন্ত সুনামের সাথে গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক "গৃহায়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সেবা টাওয়ার এর কনফারেন্স হল-এ গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক আয়োজিত টাঙ্গাইল অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন, জনাব মোঃ জাকের হোসেন, নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক ও সদস্য সচিব গৃহায়ন তহবিল ষ্টিয়ারিং কমিটি, ফান্ড ম্যানেজার গৃহায়ন তহবিল ও গজঅ পরিচালক।

গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক আয়োজিত টাঙ্গাইল অঞ্চলের মতবিনিময় সভার একাংশ

৩০ জুন, ২০২৪ ইং পর্যন্ত গৃহায়ন প্রকল্পের আওতায় তহবিল কর্তৃক অত্র প্রতিষ্ঠানকে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ফেইজে ৫০০টি ঘর এবং মুজিববর্ষের ২০০টি ঘরসহ মোট ৭০০টি ঘর বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে ৩য় ফেইজ পর্যন্ত ছাড়কৃত সকল ঘর তহবিলের নির্ধারিত নমুনা (স্পেসিফিকেশন) অনুযায়ী গ্রাহকদের মাধ্যমে সংস্থার তত্ত্বাবধায়নে নির্মাণ পূর্বক যথাযথভাবে তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে ও তহবিল কর্তৃক পরিদর্শিত হয়েছে। মুজিববর্ষের ২০০টি ঘরের মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৬৬টি ঘর উপকারভোগীদের মাঝে হস্তান্তর হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই তহবিল কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। নতুনভাবে আরও ৫০০টি ঘরের আবেদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন।

সেবা সংস্থার গৃহঋণ নিয়ে নির্মিত ঘরের সামনে উপকারভোগী সদস্য ও তাঁর স্বামী

সেবা সংস্থার একনজরে গৃহায়ন প্রকল্পে এপর্যন্ত ফান্ড গ্রহণ ও ঘর বিতরণের তথ্য নিম্নরূপ;

পর্যায়	অনুমোদিত ঘরের সংখ্যা	প্রাপ্ত ঘরের সংখ্যা	অনুমোদিত (টাকা)	এপর্যন্ত গ্রহণকৃত (টাকা)
১ম	১৫০টি	১৫০টি	৫২,৫০,০০০.০০	৫২,৫০,০০০.০০
২য়	২০০টি	২০০টি	১,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
৩য়	১৫০টি	১৫০টি	১,৯৫,০০,০০০.০০	১,৯৫,০০,০০০.০০
মুজিববর্ষ	২০০টি	৬৬টি	২,৬০,০০,০০০.০০	৮৫,৮০,০০০.০০
মুজিববর্ষ ২য়	৬৯টি	৬৯টি	১,৭২,৫০,০০০.০০	১,৭২,৫০,০০০.০০
মোট ঃ	**৭৬৯টি**	**৬৩৫টি**	**৭,৮০,০০,০০০.০০**	**৬,০৫,৮০,০০০.০০**

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি

পঞ্চম অধ্যায়

লক্ষ্যিত উপকারভোগী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সেবা সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে অবদান রাখতে পারে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে সেবার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে প্রবীণ নারী-পুরুষ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং ও ঔষধ বিতরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা চলমান রয়েছে। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সমিতি পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেবা সংস্থার নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ও দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক, আমেরিকা অর্থায়ন করে আসছে।

স্বাস্থ্য কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ❑ নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
- ❑ সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে অভীষ্ট জনগোষ্ঠিকে অবহিতকরণ;
- ❑ বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং পরিচালনা;
- ❑ বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র ও ঔষধ বিতরণ;
- ❑ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি;
- ❑ গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুদের অকাল মৃত্যু রোধকরণ;

মেডিকেল ক্যাম্পি-এর মাধ্যমে রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে।

বিনামুল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান ঃ

সেবা'র শাখা অফিসে বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পিং এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। অসুস্থ্য রোগীরা শাখায় উপস্থিত হওয়ার পর অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন এবং তাদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়ে থাকে। উক্ত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ফলে দরিদ্র পরিবারের প্রবীণ অসহায় মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র ও ঔষধ পাওয়ায় তারা লাভবান হচ্ছেন। সেবা সংস্থা ১৯৯৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। নিজস্ব অর্থায়নের পাশিপাশি ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) অর্থায়নে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট ঃ

একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সে দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর। গর্ভবতী মহিলা, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী করণীয় এবং জন্ম বিরতিকরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, শহর অঞ্চলের তুলনায় দেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূর্বল অবকাঠামোর ফলে অতিশয় দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠির চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। স্বভাবতই উল্লেখিত জনগোষ্ঠি প্রকৃত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও প্রচলিত বিশ্বাস এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা না থাকার কারণে অধিকাংশই হাতুরে ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীন জনগোষ্ঠির সচেতনতা বাড়িয়ে সেই সাথে তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং মা শিশুর কল্যাণে সেবা সংস্থা কাজ করে চলেছে। বর্তমানে দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ মেডিকেল কেয়ার-নিউইয়র্ক আমেরিকার আর্থিক সহায়তায় মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট এর মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী ও বাসাইল উপজেলার প্রায় ৫০০ জন নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ০৬টি মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলমান রয়েছে।

দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ মেডিকেল কেয়ার-নিউইয়র্ক আমেরিকার অর্থায়নে মেডিকেল ক্যাম্পি-এর মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি ভিডাব্লিউবি কর্মসূচি সরকারের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যা শুধুমাত্র অতি-দরিদ্র পরিবারের মহিলা সদস্যদের (ultra poor households) জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিচালিত হয়। অসচ্ছল, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (VWB) কর্মসূচির মাধ্যমে মাসে ৩০ কেজি চাল প্রদান করছে। জীবনচক্র ভিত্তিক কাঠামোর আওতায় অসচ্ছল মহিলাদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, অসচ্ছল মহিলা) উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার জন্য এ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। "স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা" মূলনীতি অনুসরণ করে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা প্রদান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে উপকারভোগীরা আয় বর্ধকমূলক কাজে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। সেবা সংস্থা বর্তমানে ২০২৩-২০২৪ চক্রে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর ও ঘাটাইল উপজেলায় ২৪৭৩ জন ভিডাব্লিউবি উপকারভোগী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :

ক) জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ:

আয় রোজগারের জন্য যেমন দক্ষতা লাগে, তেমনি জীবন ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নানাবিধ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়; যাকে জীবন দক্ষতা বলে অভিহিত করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত মডিউল অনুযায়ী ভিডাব্লিউবি মহিলাদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা।

ভিডাব্লিউবি উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

খ) আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ভিডাব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ ভিডাব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মাসে ২২০/- টাকা হারে তাদের নিজস্ব একাউন্টে সঞ্চয় জমা রাখে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে কাজ করে।

সেবা সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য ঃ (চক্র: ২০২৩-২০২৪)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
টাঙ্গাইল জেলা	নাগরপুর উপজেলা	০৮	১৫০০
	ঘাটাইল উপজেলা	০৭	৯৭৩
মোট ঃ ১	২	১৫	২৪৭৩

সপ্তম অধ্যায়

গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নে মডেল হিসেবে সারাদেশে ৫টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এ দারিদ্র নিরসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতি দারিদ্রসহ সব ধরণের দারিদ্রের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সারা দেশ থেকে বিএনএফ-এর ১১২০টি সহযোগি সংস্থার মধ্য হতে ৫টি স্বনামধন্য এনজিও'র মাধ্যমে বিএনএফ "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে সেবা সংস্থা কর্তৃক জামালপুর জেলাধীন মেলান্দহ উপজেলায় ০৪নং নাংলা ইউনিয়নের দেউলাবাড়ী গ্রামে উক্ত "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য ঃ

- ❑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি-২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ।
- ❑ দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও রোগবালাই নিরাময়ে বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও গোঁড়াপাকাসহ নলকূপ বিতরণ।
- ❑ দারিদ্রতার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীর লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক কাজে উপকরণ বিতরণ।
- ❑ দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস তৈরিতে সহায়তাকরণ।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ প্রকল্প এলাকার বাস্তবতা বিবেচনা ও বিএনএফ-এর গাইড লাইন অনুসারে খানা জরিপের মাধ্যমে ৬৫১টি পরিবার চিহ্নিত করা হয় তন্মধ্যে অতি দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৩৫৩টি পরিবার। উক্ত ৩৫৩টি অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ গ্রামকে দারিদ্রমুক্তকরণের লক্ষ্যে BNF-এর অর্থায়নে সেবা সংস্থা কর্তৃক এপর্যন্ত ১৫৫টি পরিবারকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এপর্যন্ত ৩টি পর্যায়ে গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্পের জন্য মোট ৩৫.০০ (১৫+১৫+৫) লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে যে সকল উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে তা নিম্নে ছক আকারে তুলে ধরা হলো।

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা
১.	গাভী বিতরণ	২৩টি
২.	ছাগল বিতরণ (২৬টি পরিবার প্রতি পরিবারকে ২টি করে ৫২টি ছাগল)	২৬টি
৩.	পায়ে চালিত ভ্যান গাড়ী বিতরণ	০৭টি
৪.	বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন বিতরণ	০৫টি
৫.	রঙ্গিন টিনের ঘর বিতরণ	১০টি
৬.	স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ	৫৪টি
৭.	টিউবওয়েল বিতরণ/স্থাপন	৩০টি
৮.	প্রশিক্ষণ প্রদান	সকল
	মোট উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ঃ	**১৫৫টি**

চলমান কার্যক্রম ঃ উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ টাকার অনুদানে দেউলাবাড়ী গ্রাম বর্তমানে ২২টি পরিবারের মধ্যে ৮টি পরিবারকে একটি করে বকনা গরু, ৭টি পরিবারকে ২টি করে ১৪টি ছাগল বিতরণ এবং ৭টি পরিবারকে বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে।

ফলাফল ঃ "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের অসহায় হত দারিদ্র পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে। কর্মসূচি চলমান থাকলে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে দারিদ্রমুক্তকরণ সহজ হবে বলে আমরা মনে করি। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পেরে সেবা সংস্থা গর্বিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্মএলাকায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অধিক খাদ্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। কৃষির গুরুত্ব ও প্রভাব বিবেচনা করে কৃষির বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলার জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি উপকারভোগী কৃষকদের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কৃষিতে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে তাকে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব এবং বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। কৃষি উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য দেশের কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসা জরুরী। প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকেরা সামাজিক ও পদ্ধতিগত কারণে ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ নিতে পারে না। কৃষকদের মাধ্যমে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে বেকারত্ব দূরীকরণ, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ, পুষ্টি সমস্যার সমাধানসহ সমাজের নানাবিধ ক্ষেত্রে অবদান রাখা সম্ভব।

কৃষি কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- ☑ সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও তথ্য কৃষক পর্যায়ে পৌছানো।
- ☑ সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ☑ কৃষি কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী করা।
- ☑ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।
- ☑ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলা করা ও এর সাথে খাপ খাওয়ানো।
- ☑ পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা।
- ☑ কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা।
- ☑ কৃষিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
- ☑ দারিদ্র বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

সংস্থার কর্মএলাকায় এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ ক্রয়, বিভিন্ন মৌসুমে কৃষকদের মৌসুমী ঋণ প্রদান করাই এই কর্মসূচির মুল উদ্দেশ্য। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সেবা সংস্থা কৃষি খাতে যেসকল ঋণ বিতরণ করে থাকে তন্মধ্যে প্রধানতঃ ধান চাষ, পাট, গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, আলু, সবিজ চাষ, গবাদী পশু পালন, হাঁস-মুরগি ও মৎস খামার সহ বিভিন্ন মৌসুমী ভিত্তিক ফসল উৎপাদন অন্যতম। কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সেবা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কৃষি ঋণ প্রদানের ফলে কৃষকগণ মহাজনী শোষণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে। কৃষি ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সেবা সংস্থা বিভিন্ন জাতীয় দিবস বিশেষ করে কৃষি দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিসব উদযাপন এবং কৃষি মেলা ও বৃক্ষ মেলায় অংশগ্রহণ করে চলেছে। সংস্থা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৬৮৬১৮ জন সদস্যর মাঝে ৪৩৯,৮০,১০,০০০/-টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

নবম অধ্যায়

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশ ও উন্নয়ন ঃ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বৈচিত্রময় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের পরিবেশও হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত এ সকল সমস্যা হতে উত্তোরণপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সেবা সংস্থার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়

আমরা যদি একটা পৃথিবী কল্পনা করি যা বৃক্ষহীন, জলাভূমিহীন এবং বৃষ্টিশূন্য, প্রথমেই যা মাথায় আসবে তা হলো ধূসর, জীবনবিহীন একটি গ্রহ, যেখানে প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। আদিম মানুষ প্রকৃতির সাথে সমন্বয় রেখে বসবাস করতো। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ নিজের হাতে এই সমন্বয় নষ্ট করে নতুন সব প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এখন ৪১৫ পিপিএম যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এখনই যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে দিন দিন এই পরিমাণ বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশে গত এপ্রিল মাসে ৪০ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা পার করে এসেছে দেশ, যার প্রভাবে পশু-পাখি সহ মানব জীবন হয়ে উঠেছে দূর্বিষহ। শ্রমজীবি মানুষের কষ্ট চোখে দেখার মত ছিল না। শুধু যে গরম তাই নয়, গত কয়েক বছরে প্রকৃতি অস্বাভাবিক আচরণ করছে। শীত কালে শীত নেই, বর্ষাকাল নেই বৃষ্টি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তীব্র বায়ুদূষণ। বাংলাদেশের নাম এখন প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উল্লেখিত হয়, সেটি বায়ুদূষণে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে থাকার জন্য।

আমাদের বাঁচার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন, কিন্তু গাছের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে বাঁচাতে যত্ন নিতে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। আমাদের অনেক প্রয়োজনেই গাছ কাটতে হয়, কিন্তু একটা গাছ কাটলে যে ঘাটতি হবে তা অপূরণীয়। তাই এর বিপরীতে বেশি করে গাছ লাগাতেও হবে। সেবা সংস্থা বিশ্বাস করে অধিক হারে বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাণ-প্রকৃতির সঠিক সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বাড়ানো, বিভিন্ন সবুজ বনায়ন প্রকল্প হাতে নিতে পারলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। প্রকৃতির উপরেই মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে, আমরা যেন নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস ডেকে না আনি। উন্নয়ন হোক, তবে তা যেন হয় পরিবেশ বান্ধব। সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবছর বৃরোপণ অভিযানের মাধ্যমে সংস্থার উদ্যোগে ১৯৯৮ সাল থেকে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্ব-উদ্যোগে নিজ বাড়ীতে ও রাস্তার পাশে বনায়ন করতে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৪ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করছেন নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক ও সদস্য সচিব গৃহায়ন তহবিল ষ্টিয়ারিং কমিটি।

দশম অধ্যায়

গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি

সামাজিক জ্ঞান অর্জন খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে সুস্থ দেহে এবং সুস্থ মনে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাসের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজন সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। সবাইকে নিজের মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, তেমনি নিজের অধিকারের গন্ডি যেন অন্যের অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকাও জরুরী। তাই সেবা সংস্থা সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানুষকে সামাজিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক প্রোগ্রামের নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা, সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ফেস্টুন, পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সেবা সংস্থা নিয়মিতভাবে সরকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নিয়মিত জাতীয় দিবস উদযাপন, র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কাউন্সেলিং, পাবলিক মোটিভেশন প্রোগ্রাম-এ অংশগ্রহণ করে থাকে। সেবা সংস্থা কর্তৃক কর্মএলাকায় সমিতির সাপ্তাহিক সভা ও কর্মীদের মাধ্যমে উঠান বৈঠকে যে সকল বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করা হয় তা সংক্ষিপ্তরূপে তুলে ধরা হলো।

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেটি বিভিন্ন আর্থসামাজিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে নারীদের জীবন ধারনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের প্রতি তাদের অসামান্য এবং কার্যকর ভূমিকাকে মর্যাদা দেয়। সেবা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমসাময়িক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যাতে তারা প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন হতে পারে এবং জীবনকে সহজ এবং মর্যাদাপূর্ণ করে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ঃ

সেবা সংস্থা বয়স্ক নারী-পুরুষ ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এবিষয়ে কর্মএলাকায় বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং পরিচালনা করে থাকে। সেবা সংস্থার কর্মীরা সমিতির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কানুন মেনে চলা সুস্থ্য থাকার প্রধান উপায়। অসাবধানতা এবং প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে সাধারণ মানুষেরা সহজেই বিভিন্ন রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সেবা সংস্থার গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির অন্যতম একটি হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করা। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সচেতন করা, পরিচ্ছন্নতায় তাদেরকে অভ্যস্থ করে তোলা, যেন তারা নিজেদের শরীর-স্বাস্থ্য, বাড়িঘর, আঙ্গিনা সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে।

বাল্য বিবাহ ঃ

সেবা সংস্থার উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমিতির সদস্যদের মাঝে আলোচনা করা হয়। তাদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়, যাতে তারা কন্যা সন্তানদের বাল্য বিবাহে নিরুৎসাহিত হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী-পুরুষ তথা সর্বস্তরে সকলকে আইনগত বিষয়েও সচেতনতার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা ঃ

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ একটি দূর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে দূর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে সময় উপযোগী পদক্ষেপ সঠিক ও সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত পরিমান উদ্ধার সামগ্রী, প্রচুর পরিমান প্রশিক্ষিত জনবল এবং সচেতনতামুলক কার্যক্রম হতে পারে ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর ও জানমাল রক্ষার উপায় এবং উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এসব দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এসব দিক বিবেচনায় রেখে সেবা তার কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠিকে প্রাকৃতিক দূর্যোগের নানাদিক বিষয়ে সচেতন করে থাকে।

একাদশ অধ্যায়

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ঃ বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের স্বল্পতা এবং কার্ব ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। "বৃক্ষ নেই, প্রাণের অস্তিত্ব নেই, বৃক্ষহীন পৃথিবী যেন প্রাণহীন মহাশ্মশান।" অফুরন্ত সৌন্দর্যের এক মধুর নিকুঞ্জ আমাদের এ পৃথিবী তথা বাংলাদেশ। এই দেশকে সবুজে শ্যামলে ভরে দিয়েছে প্রানদায়ী বৃক্ষরাজি। এ দেশকে সুশীতল ও বাসযোগ্য করে রাখার ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। আবার মানুষের সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব মৌলিক চাহিদা রয়েছে তার অধিকাংশই পূরণ করে বৃক্ষ। তাই মানব জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছপালা ব্যতীত পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন। তবে গাছপালা লাগানো নয়, গাছ কাটার দিকেই আমাদের ভ্রুক্ষেপ বেশি লক্ষ্য করা যায়। যার জন্য আমাদের উচিত অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ করা। সুতরাং পরিবেশ রক্ষায় বেশি বেশি করে বৃক্ষ রোপণ করতে পারলে আমাদের জলবায়ু ও পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। তাই সেবা সংস্থা দেশের পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন করে থাকে।

সেবা সংস্থার উদ্যোগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি'র এমডি মহোদয় কর্তৃক বৃক্ষরোপণ করা হয়।

উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি ঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেবার কার্যক্রম প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্বচ্ছল পরিবারের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে বাছাই করে এবং এমআরএ'র অনুমোদনক্রমে "বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" প্রদানের মাধ্যমে তাদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে তুলতে কাজ করছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত এবং গবেষণারত অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি" প্রদান করা হয়। সেবা সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বিএনএফ এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করছেন।

বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ ঃ সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে অসহায় দরিদ্র মহিলা বিশেষকরে যারা সেলাই কাজ জানেন, কিন্তু অর্থের অভাবে সেলাই মেশিন ক্রয় করতে পারছেন না, এরূপ হতদরিদ্র দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় সম্পুর্ণ বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় সেবা সংস্থার উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও গৃহায়ন তহবিল ষ্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্য সচিব জনাব মোঃ জাকের হোসেন ও ফান্ড ম্যানেজার এনং এমআরএ পরিচালক।

শীতবস্ত্র বিতরণ ঃ প্রতি বছর শীতের প্রকোপ বাড়তে থাকে উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায়। রাস্তার পাশে অনেক শিশু এবং ঘরহীন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, শীতবস্ত্রের অভাবে অনেকেই নানান ধরণের অসুস্থতায় ভোগে। তাদের শীত নিবারনের জন্য সামান্য সম্বলটুকুও থাকে না। সেবা সংস্থা প্রতিবছর অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ঃ

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য/জনগণকে জরুরি সহায়তা প্রদানে সেবা সংস্থা সবসময় তৎপর থাকে। দেশের যে কোন দুর্যোগে সেবা সংস্থার মানবিক সহায়তার আওতায় এবং বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে জরুরী সাহায্য হিসেবে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে তাৎক্ষণিক খাদ্য/অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

সেবা সংস্থার উদ্যোগে বন্যার্তদের মাঝে জরুরী খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ কর্মসূচি

গবেষণা ও প্রকাশনা ঃ সেবা সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক সংস্থার সার্বিক তথ্য-উপাত্ব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ বিভিন্ন মহলে সংস্থার ভাবমূর্তি ও সুনাম পরিস্ফুটিত করেছে। ব্যবস্থাপনার চাহিদা অনুযায়ী এ বিভাগ অনুসন্ধানমূলক কর্মকান্ড, চলমান কর্মসূচির মূল্যায়ন ও গবেষণা পরিচালনা করে।

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ঃ সংস্থার সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন করা হয়ে থাকে এবং সার্বিক কার্যক্রম কার্যনির্বাহী কমিটি ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে থাকেন। কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং/পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যরা কাজ করেন। মাঠ পর্যায়ে নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং ও সুপারভিশন করা হয়। সংস্থার সকল কার্যক্রম দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি শাখায় সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এরিয়া অফিসের মাধ্যমে যোনাল অফিসে প্রেরণ করে এবং যোনাল অফিসের মাধ্যমে তা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। পরবর্তীতে তা মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা পূর্বক সকলের সমন্বয়ে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণকৃত প্রতিবেদন থেকে দাতা সংস্থা, ব্যাংক/বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। অপরদিকে স্টাফদের ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে সংখ্যাগত রিপোর্টের ভিত্তিতে অর্থ বছর শেষে নির্দিষ্ট ফরমে সকল স্টাফের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক বনভোজন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ঃ এবছর ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সেবা সংস্থার বার্ষিক বনভোজন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, ৬টি যোনাল অফিসের ব্যবস্থাপনায় একযোগে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যোন ভিত্তিক আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন যোনের বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বনভোজন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিটি যোনের আওতায় সকল শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন ঃ

১৯৫২ সাল থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, এখন এটি সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দিবসটি উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ১২.০১ মিনিটে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে সকল শাখা, এরিয়া ও যোন অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন ঃ

জাতীর জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের সাথে মিল রেখে তাঁর অবদানকে সম্মান জানাতে এবং তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে প্রতি বছর ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। সংস্থা কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উপলক্ষে শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ সংস্থার সকল শাখা, এরিয়া ও যোন অফিসের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাফফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচিতে যোগদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ পালন ঃ

দিবসটি উপলক্ষ্যে সেবা সংস্থা প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা, এরিয়া ও যোন অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে এবং সরকারি কর্মসূচির সাথে সমন্বয় পূর্বক যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্মরণে দিনটি পালন করে থাকে।

জাতীয় শোক দিবস পালন ঃ

যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার পক্ষ থেকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে আগস্ট মাস ব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় "জাতীয় শোক দিবস-২০২৩" উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ সকল যোন, এরিয়া ও শাখা অফিসের স্টাফদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন, আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অফিসের দৃশ্যমান স্থানে ড্রপডাউন ব্যানার টানানো, স্টাফদের কালো ব্যাচ ধারণ, দুস্থ, দরিদ্র ও এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনসহ শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ঃ

সেবা সংস্থা প্রতিবছরের ন্যায় যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে থাকে। এদিন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়, সংস্থার প্রতিটি শাখা, এরিয়া ও যোন অফিসের মাধ্যমেও দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসুচি পালন করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF) দিবস-২০২৩ উদযাপন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত রেজুলেশন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ফাউন্ডেশনের সকল সহযোগী সংস্থাকে নিজ নিজ জেলায় পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২ ডিসেম্বর ২০২৩ শনিবার সকাল ১০.০০ সেবা'র কনফারেন্স হলে, টাঙ্গাইল জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে আলোচনা সভা, র‍্যালী ও কেক কাটা কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিএনএফ দিবস-২০২৩ উপলক্ষে সেলিব্রেটি কেক কাটা, আলোচনা সভা ও সকল অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে র‍্যালী

পরিদর্শক (Visitor) ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিদর্শনকারীগণের চিত্র

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি-এর এমডি এন্ড সিইও (সিসি) জনাব মোহাম্মদ মোহন মিয়া এবং তাঁর সহযোগি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, সিনিয়র এ্যাসিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড অফ এগ্রি: এন্ড রিটেইল ব্যাংকিং ডিভিশন, ঢাকা ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি, টাঙ্গাইল শাখার ম্যানেজার মোঃ বদর উদ্দীন সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

সেবা সংস্থার সফটওয়্যার সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)'র নির্বাহী পরিচালক ও টিম কর্তৃক সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব শচীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জনাব পরিতোষ সরকার, জেনারেল ম্যানেজার, জনাব মোহাম্মদ মান্নান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও টাঙ্গাইল শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অদ্য সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসচিব-পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব ড. মোঃ রওশন জামাল সেবা সংস্থা পরিদর্শন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি জিএম অফিস, উত্তরা, ঢাকার এজিএমসহ উচ্চপর্যায়ের টিম সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

পূবালী ব্যাংক পিএলসি'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ বেলাল হোসেন টিমসহ সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

সাউথবাংলা এগ্রিকালচার পিএলসি কর্তৃক সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

Credit Rating Report of SEBA:

SEBA has been rated by the Credit Rating Information and Service Limited (CRISL) on the basis of Financial Year 2023-24. Rating Date: August 14, 2024 and Valid up to: August 13, 2025 the summary of the rating is

	Defination of Rating
Long Term Rating A-	Bank Loan/Facilities rated in this category are adjudged to carry adequate safety for timely repayment/settlement. This level of rating indicates that the loan/facilities enjoyed by an entity have adequate and reliable credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher cetagories.
Short Term Rating ST-3	**Good Grade:** Good certainty of timely payment. Liquidity factors and company fundamental are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to capital markets in good. Risk factors are small.
Outlook Stable	---

CRISL
Setting global standard at national level

Credit Rating Information and Services Limited
First ISO 9001 : 2015 Certified Credit Rating Company in Bangladesh Operating Since 1995

CREDIT RATING REPORT
On
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

REPORT: RR/81087/24

This is a credit rating report as per the provisions of the Credit Rating Companies Rules, 2022. CRISL's entity rating is valid one year for long-term rating and 6 months for short term rating. CRISL's Bank Loan rating (blr) is valid one year for long-term facilities and up-to 365 days (according to tenure of short term facilities) for short term facilities. After the above periods, the rating will not carry any validity unless the enterprise goes for rating surveillance.
CRISL followed MFI Rating Methodology published in CRISL website www.crislbd.com

Address:
CRISL
Nakshi Homes
(4th & 5th Floor)
6/1A, Segunbagicha,
Dhaka-1000
Tel: 9530991-4
Fax: 88-02-9530995
Email: crisldhk@crislbd.com

Rating Contact:
Tanzirul Islam
tanzir@crislbd.com

Analysts:
Md. Shahedul Islam
shahedul@crislbd.com

Ashraful Alam
Ashraful@crislbd.com

Entity Rating
Long Term: A-
Short Term: ST-3

Outlook: Stable

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

ACTIVITY
Non-government organization and micro finance activity

YEAR OF COMMENCEMENT
1997

CHAIRMAN
Tanvir Ahamed

CAPITAL FUND
Tk. 1192.06 million

TOTAL ASSETS
Tk. 8,585.56 million

Date of Rating: August 14, 2024		Valid up to: August 13, 2025
	Long Term	Short Term
Entity Rating	A-	ST-3
Outlook	Stable	
Bank Facilities Rating		
Bank/FI	Mode of Exposures (Figures in million)	Bank Loan Ratings
Midland Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 85.22	*blr* A-
	Working Capital Loan Limit of Tk. 100.00	*blr* A-
Dhaka Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 100.00	*blr* A-
NCC Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 225.13	*blr* A-
Southeast Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 243.41	*blr* A-
Premier Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 197.14	*blr* A-
Community Bank Bangladesh PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 160.50	*blr* A-
Lanka Bangla Finance PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 115.41	*blr* A-
Pubali Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 75.00	*blr* A-
Agrani Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 250.00	*blr* A-
AB Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 300.00	*blr* A-
Standard Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 198.42	*blr* A-
Union Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 120.00	*blr* A-
IDLC Finance PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 59.00	*blr* A-
Bank Asia PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 23.49	*blr* A-
IPDC Finance PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 29.01	*blr* A-
NRBC Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 85.17	*blr* A-
SBAC Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 8.52	*blr* A-
	Working Capital Loan Limit of Tk. 40.00	*blr* A-
Bangladesh NGO Foundation	Term Loan Outstanding of Tk. 14.29	*blr* A-
Grihayan Tahobil	Term Loan Outstanding of Tk. 27.21	*blr* A-

1.0 RATIONALE

CRISL has reaffirmed the Long-Term Rating 'A-' (pronounced as single A minus) and the Short Term Rating 'ST-3' to Socio Economic Backing Association (SEBA) on the basis of its relevant quantitative and qualitative information up to the date of rating. The above ratings have been reassigned after due consideration to its fundamentals such as average business performance, experienced management team, regular loan repayment status, etc. However, The above factors are constrained to some extent by moderate capital adequacy, high NPL ratio, moderate liquidity, etc.

Micro Finance Institutions rated in this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories. The short term rating indicates good certainty of timely payment. Liquidity factors and company fundamentals are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to financial markets is good. Risk factors are small.

CRISL also placed the entity with 'Stable' Outlook with an expectation of no extreme changes in economic or company situation within the rating validity period.

Page 1 of 15

For Chief Executive Officer
Nusrat Amina Ahmed
Vice President
Credit Rating Information and Services Limited

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Executive Director (ED)
Socio Economic Backing Association (SEBA)
Consolidated Financial Statements

Report on the Audit of the Financial Statements
We have audited the Consolidated financial statements of Socio Economic Backing Association (SEBA) which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June 2024, and Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Receipts and Payments and Consolidated Statement of Cash Flows and Consolidated Statement of Changes in Equity and a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Program as at 30 June, 2024, and of its financial performance and its receipts and payments for the year then ended in accordance with accounting policies as explained in note 4.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the NGO in Accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements and internal controls:
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with accounting policies as explained in note 4, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Program's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to cease operations of the Fund or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Program's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements:
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Independent Auditors' Report:
Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainly exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Program's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Program to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on other matters:
We also report the following:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Program so far as it appeared from our examination of these books; and
c. The Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Biplab Hossain FCA(ICAB), ACA (England & Wales)
Partner
Enrollment number: 1368

Dated: 08 August 2024
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2408081368AS648667

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Financial Position
For The year ended 30 June 2024

Particulars	Notes	2023-2024 BDT	2022-2023 BDT
Property and Assets			
Non-Current Assete :		**139,764,418**	**132,261,764**
Property, Plant & Equipment (at cost)	6	139,764,418	132,261,764
Current Assets :		**8,445,791,233**	**6,764,462,029**
Loan to Members	7	7,339,307,748	6,139,746,484
Investments on Fixed deposit	8	672,430,048	483,187,653
Bond		10,000,000	-
Other Loan	9	8,826,707	6,628,188
Suspense Accounts	10	1,036,188	984,188
Advance	11	4,885,252	4,550,500
Cash & Cash Equivalent	12	409,305,290	129,365,016
Total		**8,585,555,651**	**6,896,723,793**
Fund & Liabilities			
Capital Fund :		**1,192,063,663**	**1,081,414,715**
Retained Surplus	13.01	1,072,857,297	973,273,244
Capital reserve	13.02	119,206,366	108,141,471
Non-Current Liabilities :		**3,326,895,995**	**2,615,390,416**
Loans from housing fund	14	27,217,168	14,401,087
Loan from Bank	15	2,330,219,590	1,723,345,664
Other Loan	16	969,459,237	877,643,665
Current Liabilities :		**4,066,594,992**	**3,199,918,663**
Member Savings	17	2,934,593,303	2,439,047,830
Loan Loss Provision	18	433,640,591	215,006,697
Gratuity Fund	19	36,188,055	28,587,555
Provident Fund	20.03	127,903,861	105,875,603
Retirement fund	20.04	100,047,760	83,274,966
Other Current liabilities	20	434,222,422	328,126,012
Total		**8,585,555,651**	**6,896,723,793**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 08 August 2024
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2408081368AS648667

Islam Quazi Shafique & Co. ★ Dhaka ★ Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Biplab Hossain FCA(ICAB), ACA (England & Wales)
Partner
Enrollment number: 1368

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Comprehensive Income
For The year ended 30 June 2024

Particulars	Notes	2023-2024 BDT	2022-2023 BDT
Income:			
Service charge on Loan	21	1,478,140,247	1,315,405,528
Bank Interest	22	14,105,549	4,144,413
Bank Interest on FDR	23	41,391,858	30,456,076
Members Admission fee		1,106,803	1,259,652
Pass Book sales		2,280,093	2,590,540
Others	24	25,732,120	21,079,746
Total		**1,562,756,670**	**1,374,935,955**
Expenditure:			
Service charge of Bank Loan	25	182,984,620	148,216,400
Other Loan Interest Short Term Loan	26	83,105,818	73,589,009
Salary & Allowance	27	518,099,123	422,006,141
Office Rent	28	8,857,650	8,260,950
Printing and Stationery	29	6,181,928	6,888,554
Telephone, Mobile Set & Postage	30	5,243,076	3,668,513
Repairs		2,404,623	1,994,672
Fuel Cost		14,174,022	10,973,322
Gas & Electric, Water bill		2,795,894	2,361,870
Entertainment		4,953,837	3,987,375
Advertisement		324,980	63,715
News Paper		370	-
Bank charge	31	4,958,307	5,337,589
Training Expenses		1,051,460	985,423
Legal Expenses		521,277	264,005
Registration fee		3,127,916	1,753,526
Meeting Expenses		249,025	631,972
Other operating expenses	32	304,743,691	254,255,676
Audit fee		178,250	150,000
Board Members Honorarium		440,000	330,000
Taxes	33	12,270,602	7,252,580
Loan loss Provision (LLP)		295,441,253	118,992,127
Total Expenditure		**1,452,107,722**	**1,071,963,419**
Excess of Income over Expenditure		**110,648,948**	**302,972,536**
Total		**1,562,756,670**	**1,374,935,955**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 08 August 2024
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2408081368AS648667

Islam Quazi Shafique & Co. ★ Dhaka ★ Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Biplab Hossain FCA(ICAB), ACA (England & Wales)
Partner
Enrollment number: 1368

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Receipts and Payments
For The year ended 30 June 2024

Particulars	Notes	2023-2024 BDT	2022-2023 BDT
Opening Balance		**129,365,016**	**330,832,329**
Cash in Hand		26,282	28,988
Cash at Bank		129,338,734	330,803,341
Receipts :		**21,981,633,703**	**16,319,134,945**
Service Charges on Loan		1,478,140,247	1,197,609,389
Bank Interest		14,105,549	3,878,848
Bank Interest on FDR		41,391,858	6,728,984
Members Admission Fee		1,106,803	1,259,652
Pass Book sales		2,280,093	2,590,540
Members Loan Principal		11,792,305,735	9,616,972,967
Others	34	8,652,303,418	5,490,094,565
Total		**22,110,998,719**	**16,649,967,274**
Payments		**21,701,693,429**	**16,520,602,258**
Interest paid to Bank Loan		182,984,620	16,144,361
Interest on Members Savings		123,687,876	100,669
Other loan Interest Short term		83,105,818	67,967,609
Salary & Allowance		518,099,123	421,998,904
Office Rent		8,857,650	8,247,750
Printing and Stationery		5,089,717	6,888,554
Telephone ,Mobile Set & Postage	35	5,243,076	3,668,513
Repairs		2,404,623	1,994,672
Fuel Cost		14,174,022	10,973,322
Gas & Electric, Water bill		2,795,894	2,361,870
Entertainment		4,953,837	3,987,375
Advertisement		324,980	63,715
Building		359,995	0
Bank charge		4,958,307	4,571,589
Training Expenses		1,051,460	985,423
Legal Expenses		521,277	264,005
Registration fee		3,127,916	1,753,526
Meeting Expenses		249,025	631,972
Other operating expenses	37	20,726,238,944	15,963,514,790
Audit fee		178,250	150,000
Board Members Honorarium		440,000	330,000
Taxes	36	12847019	4003639
Closing Balance		**409,305,290**	**129,365,016**
Cash in hand		20,431	26,282
Cash at Bank		409,284,859	129,338,734
Total		**22,110,998,719**	**16,649,967,274**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 08 August 2024
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2408081368AS648667

Islam Quazi Shafique & Co. ★ Dhaka ★ Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Biplab Hossain FCA(ICAB), ACA (England & Wales)
Partner
Enrollment number: 1368

উপসংহার ঃ

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে ৩০ জুন-২৪ পর্যন্ত সেবা'র কর্মকান্ড এবং বর্তমান অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে। গত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংস্থার সভাপতি তাঁর বানীতে- 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ডাক দিয়েছেন-'মুহূর্ত তুলিয়া শীর একত্র দাঁড়াও দেখি সবে, যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে, যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পালাইবে ধেয়ে; কবিতাংশ তুলে ধরে সেবা'র কর্মীবাহিনীর প্রতি তিনি নিবেদন করেছিলেন- 'সম্মিলিতভাবে কাজ করাটাই এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সকল রাজনৈতিক সংগঠন, সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান, জনগণ সবাই একতাবদ্ধ হতে পারলে, সকল সমস্যাকে ন্যুনতম অবস্থানে আনা অসাধ্য নয়। কোনো অসাধ্যকে সাধন করতে হলে একতার কোনো বিকল্প নেই। সমস্যা ও সংকট মোকাবেলায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে একসাথে। আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাই দায়িত্ব কাধে তুলে নিতে পারলে নিশ্চয়ই ঘুড়ে দাঁড়ানো সম্ভব।' সেবা'র নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী এবছর প্রকৃত রূপেই দায়িত্ব কাধে তুলে নিয়েছিলেন, বিগত দিনের বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা ও প্রতিকূলতা থেকে সেবাকে স্বচ্ছতার দিকে নিয়ে এসেছেন। দেশের অনেক সমস্যা, করণীয় রয়েছে অনেক, এ বছর সেবা যা কিছু অবদান রাখতে পেরেছে, সেসব কর্মকান্ড সংক্ষীপ্তাকারে বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ প্রতিবেদনে যে সব আশাবাদের কথা উপস্থাপিত হয়েছে, সকলের সহযোগীতায় তা অর্জনে সেবা থাকবে বদ্ধপরিকর।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
SEBA TOWER, BISWAS BETKA, TANGAIL, BANGLADESH
Phone: +88029977-51602, 62988,
E-mail: seba.tangail@yahoo.com
Web: www.seba-bd.org